ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 November, 2023 ■ আগরতলা ১৯ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

ঘূর্ণিঝড় মিধিলি'র তান্ডবে রাজ্যে ১২টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / শান্তিরবাজার, ১৮ নভেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় ''মিধিলি''-র তাণ্ডবে ত্রিপুরায় সব জেলায় আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু হতাহতের কোনো খবর নেই। রাজ্য জুড়ে ১২টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৭২টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ২৫৫টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিপূরণের সমীক্ষা করা হচ্ছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, প্রচন্ড ঝড় এবং বৃষ্টিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ১টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে ২৫টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে, কুমারঘাটে ১৯টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ৮টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ও ৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি, ধলাই জেলায় গণ্ডাছড়ায় ১৮টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ১০টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া,ধলাই জেলার আমবাসায় ৪টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ২টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কমলপুরে ৫৩টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ৩১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ও ৫টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খোয়াই জেলায় ১টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেলিয়ামুড়া ৪টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি পশ্চিম ত্রিপুরা জিরানিয়া ২০টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ,মোহনপুরে ১১টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ৩টি বাড়ি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সিপাহীজলা জেলায় জম্পুইজলায় ১টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে, সোনামুড়ায় মারাত্মকভাবে ১টি বাড়ি, বিশালগড়ে ৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোমতী জেলায় অমরপুরে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ১টি বাড়ি, করবুকে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩৪টি বাড়ি।

গতকালের ঝড় ও বৃষ্টিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৩৭টি বাড়ি আংশিকভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাব্রুমে ১৮টি বাড়ি আংশিকভাবে এবং ৭টি বাড়ি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

গতকাল প্রাকৃতিক দুর্যোগে শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ কেটেছে সতর্কতা প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উৎপন্ন ঘূর্নিঝড় ''মিধিলি'' আজ ভোরে বাংলাদেশে আছড়ে পড়েছে। তাই ত্রিপুরায় আজকের জন্য জারি করা হলুদ সর্তকতা প্রত্যাহার করেছে আবহাওয়া দফতর।

আজ মৌসম বিভাগ অনুযায়ী, ঘূর্নিঝড় ''মিধিলি'' আজ ভোরে ত্রিপুরার প্রধান অংশের উপর দিয়ে চলে গেছে। তবে, ঘূর্নিঝড়ের কিছুটা প্রভাব উত্তর ত্রিপুরা জেলার নিম্নচাপ এলাকার আশেপাশে রয়ে গিয়েছে। আজকের জন্য জারি করা হলুদ সর্তকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ভার্চুয়াল জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন মোদী

২২ নভেম্বর

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ নভেম্বর ভার্চুয়াল জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন।

এই সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সহ জি-২০ সদস্যদের সকল নেতাদের পাশাপাশি নটি অতিথি দেশ এবং ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

শনিবার বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের সমাপ্তির আগে ভারত একটি ভার্চুয়াল জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করবে।

২২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি ভার্চুয়াল জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ সব জি-২০ সদস্যভুক্ত নেতাদের পাশাপাশি নয়টি অতিথি দেশ ও ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভার্চুয়াল জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে দেশীয় প্রাসঙ্গিক এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম সহ বিভিন্ন জি-২০ সিদ্ধান্তের কার্যকরী বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

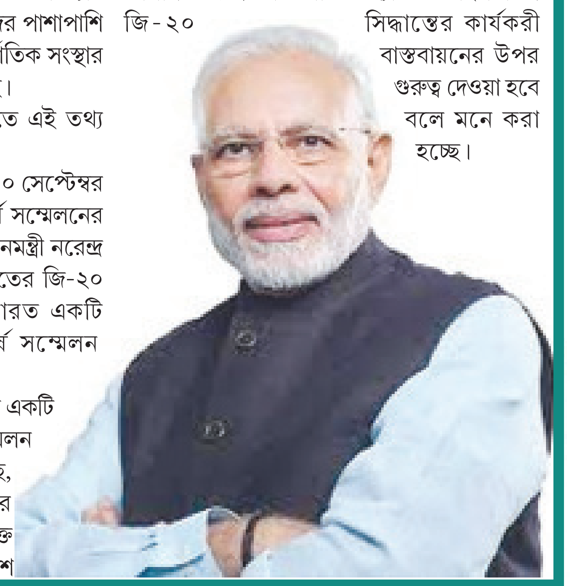

মহিলার ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা গায়েবের অভিযোগ এসবিআই'র বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ নভেম্বর।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। অভিযোগটি উঠেছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তেলিয়ামুড়া শাখার বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাসিন্দা জনৈকা বিনা দাস নামের এক মহিলার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তেলিয়ামুড়া শাখায় থাকা উনার ব্যাংক একাউন্টে সরকারি ঘরের ৪৮ হাজার টাকা প্রথম কিস্তিতে ঢুকেছিল, এছাড়াও উনার একাউন্টে আগে থেকেই কিছু টাকা ছিল। তবে চলতি মাসের ৮ তারিখ সংশ্লিষ্ট মহিলা যখন ব্যাংকে আসেন তখন তিনি জানতে পারেন কোন ভাবে ওনার ওই টাকা আগেই টাকা উঠানো হয়েছে ব্যাংক থেকে। ব্যাংক থেকে খোজ নিয়ে জানতে পারেন উনার অজান্তেই কেউ ব্যাংক থেকে উইথড্রল ফ্রম ব্যবহার করে উনার টাকা তুলে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে একাধিকবার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তেলিয়ামুড়া শাখার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও ব্যাংকের কর্মীরা কোনভাবেই ওই মহিলাকে ইতিবাচক সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে আজ অর্থাৎ শনিবার সংশ্লিষ্ট মহিলা ওনার এক নিকটাত্মীয় সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধানকে নিয়ে তেলিয়ামুড়ার স্টেট ব্যাংক শাখায় পুনরায় আসেন এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার সঠিক তদন্ত করে উনার টাকা উনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানান। সেই সঙ্গে ওই মহিলার তরফ থেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে উনার এই সমস্যার সমাধান না হলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তিনি। কিন্তু প্রতারিত মহিলার এক নিকট আত্মীয় অভিযোগ করে বলেন,,, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নাকি তাদেরকে বলেছে ব্যাংকে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ৩ মাসের বেশি সময় সেই সিসিটিভি ফুটেজ তারা রাখেন না। তবে প্রশ্ন দেশের এত বড় একটি ব্যাংকের শাখার নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ যদি তিন মাসের বেশি সময় না রাখা হয়, সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকে ঘটে যাওয়া যে কোনো প্রকারের অপ্রীতিকর ঘটনার তদন্ত কিভাবে সম্ভব হবে?

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতারিত মহিলার নিকট আত্মীয় জনৈক অজয় দাস সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেছেন, ব্যাংক থেকে এভাবে উইন্ড্রল ফ্রম ব্যবহার করে আরেকজনের টাকা তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে অনুমান করা যাচ্ছে এর সাথে ব্যাংকের কর্মীরা জড়িত রয়েছেন। উনার প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে সিগনেচার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার আগরলায় দুর্গাবাড়িতে কার্ত্তায়নি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

সাসপেন্ড পুলিশকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ নভেম্বর।। অবশেষে ত্রিপুরা পুলিশের কলঙ্কিত সাব-ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ দাসকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ রমেশ যাদব এক নির্দেসে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া থানার এসআই (ইউবি) রামকৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে চরম শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিগত১৩.১১.২০২৩ তারিখে তেলিয়ামুড়া থানা কমপ্লেক্সের কালী মন্দিরে কালীপূজার সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করে পূজার পবিত্র জিনিসপত্র এবং সরঞ্জামগুলি ছুঁড়ে ফেলে এবং দীপাবলি উদযাপনের ধর্মীয় ধার্মিকতাকে ব্যাহত করার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে টিপি আইনের ইউ/ এস - ৯০ ধারায় গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি করা হয়েছে।পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে সিসিএস (সিসিএ) বিধিমালা, ১৯৬৫ এবং পিআরবি বিধিমালা ৮৫৮-এর বিধি-১০-এর উপ-বিধি (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে আজ শনিবার বিকাল থেকে রামকৃষ্ণ দাসকে সাময়িক বরখাস্ত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সাময়িক বরখাস্তের সময় এসআই (ইউবি) রামকৃষ্ণ দাসের হেড কোয়ার্টার গণকি পুলিশ লাইন, খোয়াই থাকবে। চার্জড অফিসারের পূর্বানুমতি ছাড়া স্টেশন ত্যাগ করতে পারবে না বলেও সংশ্লিষ্ট নির্দেশ নামায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'মা'কে নিয়ে গানের অ্যালবাম করবেন শানু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরেশ্বরী মাকে নিয়ে গানের অ্যালবাম করবেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী কুমার শানু। আজ শনিবার মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির দর্শন করে এমনটাই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সংগীত শিল্পী কুমার শানু। এদিন কুমার শানু সকলের মঙ্গল কামনা করে মায়ের পূজার্চনা করেন।

কুমার শানু বলেন, ত্রিপুরায় আর আগে অনেকবার এসেছি। এবার মা ডেকেছে তাই ত্রিপুরা সফরে আসতে পেরেছি।ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে এসে মন শান্ত হয়ে যায়।আজ সন্ধ্যায় জিরানিয়া মন্ডলের উদ্যোগে গান গাইবেন সংগীত শিল্পী কুমার শানু।

৩৭ জনকে অফার প্রদান

স্বচ্ছ নিয়োগনীতিতে যোগ্য ব্যক্তিরা চাকরি পাচ্ছেন ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। বর্তমান সরকারের সময়ে স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিদের চাকুরি দেওয়া হচ্ছে। জেআরবিটি, টেট, টিপিএসসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের ফলে রাজ্যের সাধারণ জনগণের জন্য সরকারি পরিষেবা প্রদান আরও সুচারুরূপে করা সম্ভব হবে। আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয় প্রাঙ্গণে অফার বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন ক'ষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। উল্লেখ্য, আজকের এই অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং নির্বাচন দপ্তরের জন্য যথাক্রমে ২৯ জন ও ৮ জনকে এলডিসি পদে অফার প্রদান করা হয়। আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফার প্রাপকদের তাদের অফারগুলি জমা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ অফার প্রাপকদের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও দপ্তরের কর্মীদের নিজের পরিবার এবং পরিজনের মতো বিচার করে কর্ম জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। আলোচনায় ক'ষিমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী দিনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৭ জনকে অফার বিলি, আগামী দিনে স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভার প্রস্তুতি

কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়ার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। লোকসভা নির্বাচনের আগে দলীয় সোশ্যাল মিডিয়ার কমিটির সদস্যদের নিয়ে শনিবার বৈঠক সারলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। সামনেই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র অরে শাসক বিজেপি ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছে। তবে পিছিয়ে নেই কংগ্রেসও। দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁরাও মরিয়া। শনিবার প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে সোশ্যাল মিডিয়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের বৈঠক শেষে আশিস সাহা বলেন, আগামীদিনে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দলের বিভিন্ন কাজ অথবা তথ্য কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরা যায় সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ইলেকট্রনিক দ্রব্যের ব্যবহারে মানুষ অব্যস্থ, খুব সহজেই এখন মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য বা চিন্তাধারা প্রকাশ করা যায় এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তাই দলীয় প্রচারে কিভাবে এর ব্যবহার করে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় সেই নিয়েই এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

নির্বাচন ভন্ডুলের চেষ্টা করলে ছাড়া হবে না, হুশিয়ারি হাসিনার

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে সরব হয় প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। রবিবার থেকে ৪৮ ঘণ্টা হরতালের ডাক দিয়েছে তারা। এর প্রেক্ষিতে, যে বা যারা নির্বাচন ভণ্ডুলের চেষ্টা করবে, তাদের রেহাত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখা হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পাশাপাশি নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বাতিলের ডাক দিয়েছে বিএনপি। এরপরেই বিরোধীদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হলে, তার ফল মারাত্মক হবে বলে বার্তা দেন।

শনিবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মাঝে আবেদনপত্র বন্টন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ হাসিনা। সেখানে বক্তব্য রাখার সময় যারা আগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে আবেদন জানান। তাঁর মতে, অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর দেশের মানুষের ভোটাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জনগণের এই ভোটাধিকার যাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, তারজন্য আওয়ামি লিগ সতর্ক বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করে আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকে খুনের পর রাতের অন্ধকারে বন্দুকের নল ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের ঘটনা ঘটেছিল।

ছিনিমিনি খেলা হয়েছিল জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে।

সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরেই বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে প্রতিবেশী দেশ। কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি যেন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আগামীকাল রবিবার থেকে ৪৮ ঘণ্টা হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি। যার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন শেখ হাসিনা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৪৩ ▫ ১৯ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২ অগ্রহায়ণ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে দেশের সকল অংশের জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য সংবিধানে বেশ কিছু সংস্থান রাখা হইয়াছে। দেশের পিছিয়ে পড়া জনগণের স্বার্থ সুরক্ষা এবং তাহাদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য ভারতীয় সংবিধানে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা চাকরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য ১০ বছর সময়সীমা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ১০ বছর সময়সীমার মধ্যে ওই সমস্ত ক্যাটাগরির জনগণের সার্বিক উন্নয়ন না হইলে সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী আরো ১০ বছর এই অবস্থা বহাল রাখিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সুযোগে কাজে লাগাইয়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বছরের পর বছর ধরিয়া বহাল রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংরক্ষণের আওতাধীন মানুষগুলো সঠিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইহার মূল কারণ অনুস্মন করিলে দেখা যাইবে যাহাদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহারা সেই সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সেই কারণেই সংরক্ষণের সময়সীমা বাড়াইতে হইতেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করিয়া ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলিয়া নিয়া প্রকৃত সুবিধাভোগীদের মধ্যে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে।

বাতিল করা হইবে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ। বাড়ানো হইবে ওবিসি এবং এস টি কোটা। মন্তব্য করিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংরক্ষণ নীতিতে আমূল সংস্কার করিবার ইঙ্গিত দিলেন অমিত শাহ। বর্তমানে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ রহিয়াছে। এই মুহূর্তে মোট ১২.৭ শতাংশ মুসলিম নাগরিক বসবাস করেন। অমিত শাহ বলেন,বিরোধীরা পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মানুষের জন্য কোনও ভাবনাচিন্তা করে না। একমাত্র এই সরকার তাঁহাদের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করিবে। এমনটাই বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।এরপরই অমিত শাহ বলেন, ”ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের নিয়ম সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া হইবে। ওবিসি এবং এসটি কোটা বাড়ানো হইবে।আগামী ৩০ নভেম্বর তেলঙ্গানাতে বিধানসভা নির্বাচন। এক দফাতেই নির্বাচন হইবে সে রাজ্যে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ হইবে আগামী ৩ ডিসেম্বর। দেশের পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের দোরগোড়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের বক্তব্য ঘিরে নানা মহলে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

কাশ্মীরের নানা প্রান্ত আপাতত থাকবে কুয়াশাচ্ছন্ন, ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই

শ্রীনগর, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ধীরে ধীরে ঠান্ডা জাঁকিয়ে বসছে কাশ্মীরে, শীত বাড়ছে জম্মুতেও। তবে আপাতত বড় ধরনের তাপমাত্রা পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই কাশ্মীরে। আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে কাশ্মীরের আবহাওয়া। ১৯ তারিখ নাগাদ মেঘলা থাকতে পারে আকাশ।

কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কাশ্মীর উপত্যকার নানা প্রান্তে ইতিমধ্যেই হিমাঙ্কের নীচে নেমেছে তাপমাত্রা, পহেলগাম, গুলমার্গ প্রভৃতি এলাকায় এখন জাঁকিয়ে ঠান্ডা। লাদাখেও কাঁপুনি ধরানো ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। কুয়াশা থাকায় সকালে ও রাতের দিকে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ছে কাশ্মীর উপত্যকা।

বায়ুদূষণে দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লীবাসীর, দূষণে নাজেহাল অবস্থা জাতীয় রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণে নাজেহাল অবস্থা দিল্লিতে। শনিবারের সকালেও ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া থাকল দিল্লির রাস্তাঘাট, শ্বাসকষ্ট-সহ অন্যান্য সমস্যা থেকে এদিনও রেহাই পেলেন না দিল্লিবাসী। দূষণের সঙ্গে ধোঁয়াশার কারণে সকালের দিকে লাইট জ্বালিয়েই চলাচল করেছে অনেক যানবাহন। শনিবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণগতমান ছিল ”খারাপ”-এর পর্যায়ে। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৯৮।

ইন্ডিয়া গেট থেকে কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম থেকে রাজঘাট, চানক্য পার্ক থেকে নেহরু পার্ক সর্বত্রই এদিন সকালে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। দূষণ থেকে দিল্লিবাসীকে নিস্তার দিতে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দিল্লি সরকার, তাও পরিস্থিতি হাতের বাইরে। আবহবিদরা মনে করছেন, এখনই আবহাওয়া উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। ফলে আপাতত দিল্লিবাসীকে দূষণের মধ্যেই দিন কাটাতে হবে।

৫ বছর ধরে রাজস্থানে শুধুই কুর্সির লড়াই হয়েছে : জে পি নাড্ডা

যোধপুর, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): অশোক গেহলটজি ৫ বছর ধরে রাজস্থান শাসন করেননি। এখানে শুধু কুর্সির লড়াই চলছিল। রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার রাজস্থানের যোধপুরের বিলাড়া বিধানসভা এলাকায় এক নির্বাচনী জনসভা থেকে নাড্ডা বলেছেন, রাজস্থানে ১৯টি পেপার ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ কেলেঙ্কারি, পাটোয়ারী কেলেঙ্কারি, পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ কেলেঙ্কারির মতো অনেক কেলেঙ্কারি এখানে ঘটেছে।

কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে নাড্ডা বলেছেন, যেখানে কংগ্রেসের নাম থাকবে-সেখানেই দুর্নীতি হবে, লুটতরাজ হবে, কেলেঙ্কারী হবে এবং পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি হবে।’ নাড্ডা যোগ করেছেন, ’কিন্তু যেখানে বিজেপি সেখানে শুধুই উন্নয়ন হবে, মহিলারা স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাবেন, কৃষকদের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার থাকবে, যেখানে বিজেপি থাকবে সেখানে স্থিতিশীলতা থাকবে।’

উত্তরকাশী টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারকে বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুবিধার সিদ্ধান্ত উত্তরাখণ্ড সরকারের

উত্তরকাশি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরাখণ্ড সরকার উত্তরকাশী টানেল ভেঙে আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবার পরিজনকে বাসস্থান, খাবার ও স্বাস্থ্য সুবিধা দেবে বলে শনিবার জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি এদিন উত্তরকাশী টানেল ভাঙা সংক্রান্ত বিষয়ে বর্ষীয়ান আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকেই উত্তরাখণ্ড সরকার উত্তরকাশী-যমুনেত্রী সড়কে অবস্থিত নির্মাণাধীন সিল্কিয়ারা টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারকে বাসস্থান, খাবার এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় (সিএমও) থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ’মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন যে, রাজ্য সরকার শ্রমিকদের পরিবারকে বাসস্থান, খাবার এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করবে।’ মুখ্যমন্ত্রী ধামি গাড়ওয়াল কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন যে চিনিয়ালিসৌর এবং এর আশেপাশের এলাকায় শ্রমিকদের পরিবারের জন্য আবাসন, খাবার এবং স্বাস্থ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী নির্যাতন

দিলীপ পাল

নবজাগরণ বা রেনেসাঁর কাল বলে এদেশে যে সময়টিকে চিহ্নিত করা হয় উনিশ শতকে সেই সময়টি ছিল এক যুগসন্ধি বিশেষ। অর্থনৈতিক কাঠামোর এক পরিবর্তন, পাশচাত্যের প্রভাবে সমাজ সংস্কারকমূলক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে এক আধুনিক সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার সেই ক্রান্তিলগ্নে কেমন অবস্থা ছিল বঙ্গললনাদের উত্তর হল-বাল্যবিবাহ, কন্যাসন্তান হত্যা, অকাল বৈধব্য, সতীদাহ, বহুবিবাগ-এ ধরনের আরও অসংখ্য সামাজিক কুপ্রথা সমাজে মেয়েদের অস্তিত্বকে কেবল নাম মাত্র টিকিয়ে রেখেছিল। এক কথায় বলতে গেলে সেদিন ওই সমাজে নারী সম্পর্কিত সমস্ত মূল্যবোধের চরম অবনতি হয়েছিল। পুরুষদের কাছে মেয়েরা ছিল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ।

ভারণপোষণের জিম্মাদারিতে বিনা মাইনের দাসী মাত্র। পুরষের ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে তাদের অনায়াসেই বলি দেওয়া হত। সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধের শৃঙ্খল কেবল মেয়েদেরই অঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর মূল কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুবিধে ভোগ করত কেবল পুরুষরাই। তাই স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং বাংলার অগণিত ভাষাহীনা মেয়েদের জীবনে সেদিন ছেয়ে গিয়েছিল তামসী রাতের গাঢ় অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত অগণিত লাঞ্ছিতা মেয়েদের ওপর যুগান্তরের অত্যাচার আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে ১৩০৯ সালে লেখা ‘মাভৈঃ’ প্রবন্ধতে সতীদাহের বিরুদ্ধে বলেন, ‘আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতে প্রাণ দিয়েছিলেন- প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল, লজ্জায় হোক, প্রেমে হোক, ধর্মোৎসাহে হোক প্রাণ তাঁহারা দিয়েছিলেন একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।’ অর্থাৎ সামান্য তীর্যক ভঙ্গিতে যেন শ্লেষের সুরে রবীন্দ্রনাথ পিতামহীদের সহমরণের ঘটনাকে এক নির্দয় সামাজিক উৎপীড়নের প্রতীক হিসাবে দেখালেন। এদেশের নির্যাতিতা, নিপীড়িতা অসংখ্য মেয়েদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন, ‘তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীর পুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিব্যবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহন করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসান দিতে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে, বধুবেশে সীমন্তে মঙ্গল সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহন করিয়াছ।’ কবির প্রসারিত দৃষ্টিকোণ বহির্জগতে নয়, অন্দরমহলের অন্তঃপুরেও বিস্তৃত ছিল। সীমাহীন মমতা ও সমবেদনায়, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংসারে মেয়েদের বধুদের বঞ্চনা , লাঞ্ছনার ছবি এঁকেছেন তাঁর অনেক কবিতা, উপন্যাস ও ছোট গল্পতে। সাধারণ মেয়ের সাধারণত্ব ও তার বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনের পরাভবে ব্যথিথ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বাংলার অসংখ্য সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেয়েরা ঠিক এইভাবেই স্বপ্ন দেখে, আজানা ভবিষ্যতের আনন্দে উজ্জীবিত হয়, তারপর একদিন নিদারুণ বঞ্চনার আঘাতে সকলের অগোচরে হারিয়ে যায়। পণ প্রথার মতো সামাজিক কুপ্রথা ও তার প্রভাবে নিরাপরাধ মেয়েরা যে কীভাবে তিলে তিলে নিস্পেষিত ও লাঞ্ছিত হয় তাও কবি বহু

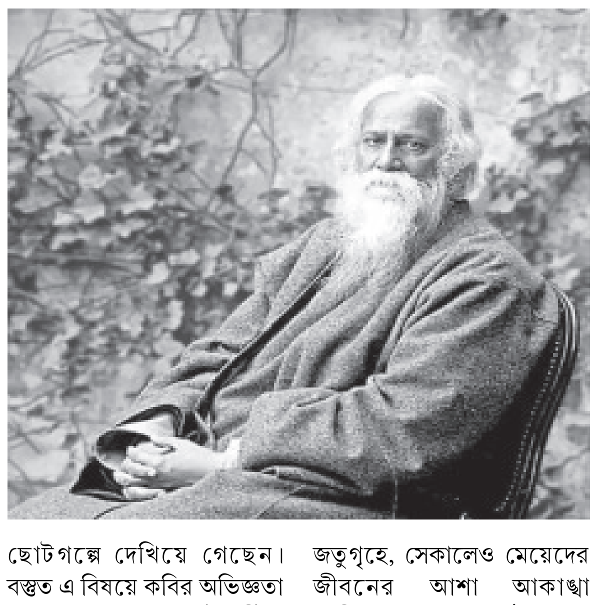

ছোটগল্পে দেখিয়ে গেছেন। বস্তুত এ বিষয়ে কবির অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ ও মর্মস্পর্শী । প্রসঙ্গত স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় নামের সেই মেয়েটি, যে ছিল পণপ্রথার বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম বিদ্রোহিনী নারী, পণ দিয়ে বিয়ে করতে রাজি না হয়ে আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে সে উনিশ শতকের এক বিশেষ সময়ে (১৩২০) বাংলার প্রতিটি সমাজ সচেতন মানুষকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর পরই পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে তিনটি অসাধারণ মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ গল্প - হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র ও অপরিচিতা লেখেন।

নারী জীবনের যে সুষমা ও মহত্বের অপচয়ের বিরুদ্ধে এতকাল কবির বেদনা সঞ্চারিত হয়েছিল, স্নেহলতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্র সাহিত্যে সেটাই দেখা দিল ক্ষোভ আর বিদ্রোহের জ্বলন্ত প্রতিবাদ হিসেবে। শ্বশুরবাড়ি নামক জতুগৃহে, সেকালেও মেয়েদের জীবনের আশা আকাঙ্খা স্বাধীনসত্তা যে কি নিষ্ঠুরভাবে দলিত হত তাই ‘স্ত্রীর পত্র’র মৃণালের স্বামীকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়’। আমার যে রূপ আছে সেকথা ভুলতে তোমার বেশি দিন লাগেনি, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে মেয়ে তার কপাল ভাঙবেই।’ সংসারে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা হিসেবে ব্যক্তিত্ব বজায় রাখবে, কিংবা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পরিণামে যে শুভকারক হয় না একথাও কবি ‘স্ত্রীর পত্র’র মৃণালের মতো ব্যক্তিত্বময়ী ও আত্মসচেতন মেয়ের মুখ দিয়ে, তার প্রতি সংসারে অন্য সকলের ‘মেয়ে জ্যাঠা’ এই অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রুপবাণীর উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ‘হৈমন্তী’ গল্পের মঝ্যে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বিবাহিত জীবনের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের কথা বলেছেন। পণপ্রথার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা নিরপরাধ হৈম-র জীবনে যে কী চূড়ান্ত অসহায়তা ডেকে এনেছিল তা এই গল্পটিতে চমৎকার ফুটেছে। অনেকে বলেন কবিকন্যা মাধুরীলতার বিয়েতে কবিকেও প্রণপ্রথার শিকার হতে হয়েছিল। দশ হাজার টাকা বরপণ দিয়ে মাধুরীলতাকে পাত্রস্থ করা হয়। কিন্তু শোনা যায় কবিকন্যার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। খুব অল্প বয়সে বুকে রাজরোগের জীবাণু নিয়ে মাধুরীলতাকে চলে যেতে হল অকালে। রবীন্দ্রনাথ মেয়ের সেই ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন থেকেই ‘হৈমন্তী’ গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। সমস্ত গল্পটির মধ্যে কবি নিবিড়ভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পুটিয়ে তুলেছেন নবাবিবাহিতা মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে কীভাবে প্রতি পদে পদে বঞ্চনা আর গঞ্জনার শিকার হয়। গল্পে হৈম-র বয়স কেবলমাত্র ১৭ বছর হওয়ার অপরাধে তাকে তার দিদিশাশুড়ি সহ অন্যান্য বয়স্ক পরিজনদের বিদ্রুপ ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। হৈমর লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত জীবনের পরিণতি চিত্রণে কবি নিষ্ঠুর হয়েছেন। মাধুরীলতার মতোই হৈমর ক্ষয়রোগের কবলে পড়ে জীবনমৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে এক অজানা অসীমের মাঝে মুক্তিলাভ করেছে। গল্পের শেষে হৈমর শিক্ষিত স্বামী আত্মসমালোচনায় মুখর হয়ে আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়েছে। হৈমকে তার স্বামী ভালোবেসেছিল, স্ত্রীর অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করার জন্য পরিবারের অন্য সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বামীর অধিকারের জোরে হৈমকে হয়ত বায়ু পরিবর্তনের জন্য নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু চক্ষুলজ্জা আর বয়স্কদের চোখরাঙানিতে হতাশায় ভেঙে পড়া হৈমর স্বামীর জবানীতে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত মেরুদণ্ডহীন চিরনাবালক বাংলার পুরুষ মানুষদের ব্যঙ্গ করে লিখেছে---‘যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগেই যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আর যারা সেই বিসর্জন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে গান করিয়া আসিয়াছে, আমি ও যে তাহাদেরই মধ্যে একজন। আর আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রী পরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি।’

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন: দেশের কৃষি আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহারে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর ।। একটি দেশের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষির উন্নতি হলে দেশের অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি সম্ভব। ভারত মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। অর্থনীতির একটি বড় অংশের আয় কৃষি ক্ষেত্র থেকে আসে। ২০২২-২৩ বাজেট অধিবেশনে কৃষিক্ষেত্রে নয়া প্রযুক্তির ব্যবহার কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সেই সূত্রেই কিষান ড্রোনের ব্যবহারের কথা বলা হয়। কৃষি জমি এবং ফসলের পুষ্টি বিশ্লেষণ করতে ড্রোনের ব্যবহার করা হবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী কৃষির বিকাশে ১০০ টি কিষান ড্রোন চালু করেছিলেন। এর আগে ড্রোনের ব্যবহার শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণে শুরু হলো ড্রোনের ব্যবহার।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অধীনে এবার ত্রিপুরাতেও শুরু হল কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহারের প্রদর্শন। রাজ্যের ধলাই জেলার আমবাসায় কৃষকদের নিয়ে তাদের কৃষিজমিতে প্রদর্শিত হয়েছিল রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ কিভাবে

ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে সময়, শ্রম এবং অর্থ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়। উপস্থিত কৃষক পরিবারের সদস্য এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় ব্যপক উৎসাহ। প্রত্যেকেই উৎসাহের সহিত গোটা প্রক্রিয়াটি দেখেন। এই প্রদর্শনের মূল প্রক্রিয়াটির তত্বাবধানে ছিল ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড। এই সংস্থার এক আধিকারিক দেবাশীষ গোগই জানান, কৃষকদের ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতেই এই প্রদর্শনী। কৃষকরা অত্যন্ত খুশী এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পেরে। ধলাই জেলার পাশাপাশি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মান্দাই ব্লকের বিভিন্ন জায়গায়ও কৃষকদের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহার সম্পর্কে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মান্দাই ব্লকের বাসিন্দা রত্না দেব্বর্মা বলেন, ড্রোনের এই প্রদর্শনী দেখে আমি অত্যন্ত খুশি। আগামী দিনে আমরাও চেষ্টা করবো আমাদের কৃষিতে এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করতে, কারন আমরা এখানে এসে জানতে পেরেছি সরকার আমাদের জন্য বিভিন্ন সহায়ক মূল্যে কৃষি কাজের সুবিধার জন্য ড্রোন প্রদান করছে। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে ড্রোনের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক প্রয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ড্রোন হল এমনই একটি প্রযুক্তি যা প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পরিমাণে এবং সঠিকভাবে ফসলের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে, যা সরাসরি উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা এবং কৃষকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি চাষাবাদের সামগ্রিক খরচও কমাবে। কৃষি ক্ষেত্রের ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন।পাশাপাশি রিমোটলি পাইলটেট এয়ারক্রাফট সিস্টেম অর্থাৎ রিমোট কন্ট্রোল বিমান ব্যবহারকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রক। রিমোট সেন্সিং এর মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ, ড্রোন পরিচালনার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কৃষি জমি এবং ফসলের পুষ্টি বিশ্লেষণ করতে ড্রোনের ব্যবহার করা হবে। ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং ফসলের পুষ্টির মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ, ম্যাপিং, কীটনাশক স্প্রে ইত্যাদি কাজ ড্রোনের মাধ্যমে করা হয়।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমর ২ রা মে ২০২২ এ আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসাবে আয়োজিত ’কিষাণ ড্রোনের প্রচার: সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং আগামীর পথ’ শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধন করে কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রী তোমর বলেন, সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে, খরচ কমাতে এবং আয় বাড়াতে ড্রোন ব্যবহারের প্রচার করছে। কিষাণ ড্রোন ব্যবহারের প্রচারের জন্য, সরকার ড্রোন কেনার জন্য SC ST মহিলা এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির কৃষকদের ৫০ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। অন্যান্য কৃষকদের জন্য, ৪০ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত ২০১৬ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চের Indian Councilof Agriculture research মাধ্যমে একটি গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। যার অধীনে সেন্সর ভিত্তিক স্মার্ট এগ্রিকালচারাল প্রকল্পটি গৃহীত হয়। চলে বিস্তর গবেষণা। মূলত হাইপেরস্পেক্ট্রাল রিমোট ব্যবহার করে যার মাধ্যমেই এবং মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা কীটনাশক প্রয়োগ এবং কৃষি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা ছিল ভারত সরকারের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কৃষক শ্রেণি ও উপকৃত হবে বলে আশাবাদী সরকার।

কেন এত আলোর দূষণ

কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলি যাত্রা-র প্রথম বাক্যটি প্রবাদপ্রায়: ‘‘আলো ক্রমে আসিতেছে।’’ আলোকিত হতে পারার এই উচ্চাশাই মানবসভ্যতার চালিকাশক্তি। গ্যোয়টে নাকি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, “মোর লাইট, মোর লাইট! ওপন দি উইনডো সো দ্যাট মোর লাইট মে কাম ইন।’’ ‘‘আরো আলো আরো আলো/ এই নয়নে, প্রভু, ঢালো’’ রবীন্দ্র-প্রার্থনার সঙ্গে এই জানলা খুলে দেওয়ার আর্তির ফারাক নেই। পার্থক্য নেই ডাকঘর নাটকের শেষবেলায় রাজার চিঠির প্রতীক্ষারত অমলের ঘরের দরজা-জানলা খুলে দেওয়ার নাটকীয়তার সঙ্গেও।

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় আলো এক ধরনের শক্তি বা বাহ্যিক কারণ, যা চোখে প্রবেশ করলে দেখার অনুভূতি জন্মায়। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে নিজে অদৃশ্য থাকে, তির্যক তড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যায়, এবং মাধ্যমভেদে বেগের পরিবর্তন হয়। সে যা-ই হোক, নিবিড় ঘন আঁধারে উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো আলোই প্রাণিকুলের সান্ত্বনা। মনকে পাথারে দিশেহারা, বিষাদে ম্রিয়মাণ না-হতে বলতে পারার অবলম্বন। আলো মানে খারাপ থেকে ভাল, অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের পেট চিরে নবজাগ্রত আধুনিকের ভূমিষ্ঠতা। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, “যখন বাইরে-ভেতরে কোথাও/ আলো নেই,/ তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য/ প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।’’

রবীন্দ্রনাথের গান মানেও আলোয় ভরা এক ভুবন। অন্ধকারের উতস হতে উতসারিত এক আলোয় ধোওয়া নয়ন যেখানে দেখছে সদাই। আলোয় হরা হৃদয় যেখানে জাগ্রত। যেখানে প্রাণের মাঝে আলো নাচে, হৃদয়বীণার মাঝে আলো বাজে। বাংলা আধুনিক গানেও তো আলো আর আনন্দ, এক দিকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়ে ওঠেন “নতুন সূর্য, আলো দাও”, ও পাশে মান্না দে, “অন্তরে অন্তরে দাও আলো দাও, কালিমা-কলুষ যত মুছে নিয়ে যাও।’’ সলিল চৌধুরী সমাজ বদলের স্বপ্ন-দেখা অগ্রণী সেনানীদের ডাকেন “আলোর পথযাত্রী’’ বলে।

শারদীয়া উতসবের চেয়ে কম আলোর স্রোতে ভাসে না শ্যামা-আরাধনার আয়োজন। কিছু বিশেষ জায়গায় তুলনায় আড়ম্বর বেশি। আর আছে বাজি পোড়ানোর ধুম। কালীপুজো তো ‘‘কালো মেয়ের পায়ের তলায়’’ আলোর নাচন দেখার উৎসব। কয়েক দশক আগে থেকে কালীপুজো ও ততসংলগ্ন দিনগুলিতে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ-জনিত সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনা, সতর্কীকরণ, ধরপাকড়, জেল-জরিমানা, গ্রিন ট্রাইবুনাল, আদালত, বাজি বিক্রেতা সংগঠন, শব্দসীমার পরিমাপ ইত্যাদি বহুল আলোচিত। বাজির কথা যদি ছেড়েও দিই, আলো দূষণও কি শুধু কালীপুজো বা বিশেষ কোনও উতসবের দিনেই হয়! ফিলামেন্ট-নির্ভর বাল্ব-এর হলদেটে আলোর চেয়ে এলইডি-র সফেদ আলোর উজ্জ্বলতা বহু গুণ, শহরের মোড়ে-মোড়ে, জায়গায়-জায়গায় “হাই মাস্ট” বাতিস্তম্ভ। আগে পার্ক স্ট্রিট সেজে উঠত বড়দিনে, এখন সেই সাজ পরেই তাকে থাকতে হয় প্রায় সম্বতসর। নিউ টাউন-রাজারহাটের “বিশ্ববাংলা সরণি’’তে সাধারণ সময়েও হঠাত করে চলে এলে শহরে দুর্গাপুজো হচ্ছে ভেবে বসা অস্বাভাবিক নয়, কারণ তার সর্বাঙ্গের আলোর সজ্জা খোলা হয় না। কে বহন করে এই বিপুল খরচ! যে-ই করুক, টাকাটা জনগণের। বিদ্যুত মাসুল, জিএসটি তাঁদেরকেই দিতে হয়। পথবাতির স্তম্ভগুলিও ক্ষেত্রবিশেষে যে দূরত্ব রেখে বসানো হয়, কিছু ক্ষেত্রে তার চেয়ে

ব্যবধান বেশি রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না, কে বোঝাবে! নিন্দুকরা বলেন রাজ্যে শিল্প নেই। বিদ্যুত উদ্বৃত্ত, অন্য রাজ্যের ক্রেতা সুলভ নয় সব সময়। বিদ্যুত মাসুলও এ রাজ্যে সারা দেশের মধ্যে চড়া। অথচ সন্ধে না হতেই আলোয় সব কিছু ধুয়ে দেওয়ার কমবেশি আয়োজন রাজ্য জুড়ে। তাতে কুলায় ফিরে আসা পাখিদের কাঙ্ক্ষিত অন্ধকার মুছে যাক, অচেনা অসহায়তায় পরিত্রাণহীনতা নিদ্রাহীনতা তাড়া করুক তাদের, কার দায় সে খবর রাখার! কার কী যায় আসে, যদি এক জোড়া কপোত-কপোতীর থেকে কেড়ে নেওয়া হয় কড়ি- বরগার আবডাল! কিনু গোয়ালার গলিতে সান্ধ্য-সোহাগে কাছাকাছি আসার অবকাশ পেত ব্যক্তিগত পরিসর কেনার ক্ষমতাহীন এক জোড়া কপোত-কপোতী, রাস্তায় কোনও বাতি ছিল না, কে বা কারা যেন ঢিল মেরে বার বার ভেঙে দিয়ে যেত টিমটিমে আলো। আলো খুব দরকার। তবে অতটাও দরকার নেই, যখন বাঁশবাগানের মাথার উপরে বা ইলেকট্রিকের তারে ঝুলতে থাকা চাঁদ দেখার ন্যূনতম নিবিড়তাটুকু উধাও হয়ে যায় বেমালুম। যানবাহনের আলোর এমন চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা কি কাম্য, যা বিহ্বল করে দেয় রাস্তা পেরোতে চাওয়া পথিককে! আলো খুব দরকার, কিন্তু রাতে পৃথিবীকে তাপ বিমোচনের সবচেয়ে বেশি সুযোগ করে দেওয়াও কি দরকার নয়? নইলে বছরে এক দিন “পৃথিবী দিবস’’ বলে দু’-এক মিনিট ঘরের আলো নিভিয়ে রাখতে গৃহস্থকে অনুরোধ জানিয়ে কী লাভ! “এত কবি কেন’’ বলে একদা মহা গোল বাধিয়েছিলেন এক বঙ্গকবি। এত আলো কেন মহানগর, শহরতলি আর মফস্‌সল শহরগুলোরও নিরিখে এই কথা বলার সময় কি এখনও আসেনি?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলা পুর নিগমের সামনে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ছত্তিশগড়ের গারিয়াবন্দ জেলায় শহীদ সৈনিককে শেষশ্রদ্ধা

রায়পুর, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার ছত্তিসগড়ের গারিয়াবন্দের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে শহীদ সৈনিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়। সৈনিক যোগিন্দর সিং শুক্রবার আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ দিয়েছিলেন। শনিবার তাঁকে পুলিশের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তারপর তাঁর রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরে মৃত দেহ পাঠানো হয়। এই আইইডি নকশালরাই রেখেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিন পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে, জেলা কালেক্টর আকাশ চিকারা, এসপি অমিত তুকারাম কাম্বলে এবং পর্যবেক্ষক অরুণ শ্রীবাস্তব সহ বিপুল সংখ্যক জেলা পুলিশ বাহিনী, আইটিবিপি এবং সিআরপিএফ কর্মী বীর শহীদ জওয়ান যোগিন্দর সিংকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

বর্ষীয়ান পুলিশ সুপার শহীদ সৈনিকের পরিবারকে তৎকালীন সহায়তা হিসেবে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার গারিয়াবন্দ জেলার বিন্দ্রানবগড় বিধানসভার অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা বড় গোবরা থেকে ফেরার সময় আইটিবিপি জওয়ান যোগিন্দর সিং, নকশালদের লাগানো একটি আইইডি থেকে বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে আহত হন। সেখান থেকে তাঁকে ময়নপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

উত্তরপ্রদেশে অ্যাসিড হামলায় গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

মহারাজগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : এক যুবতীর ওপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার এক পুলিশ আধিকারিক একথা জানিয়েছেন।

মহারাজগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ কুমার সিং জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাত প্রায় একটা থেকে দেড়টার মধ্যে পুলিশের সঙ্গে ধৃতদের এনকাউন্টার হয়। তারপরেই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার রাতে যুবতীর ওপর হামলা চালায় ধৃতরা। শুক্রবার রাতে পুলিশের এনকাউন্টারে দুজন ধৃত আহত হয়েছে। ধৃত অনিল ভার্মার গুলি লেগেছে, রাম বচনও আহত হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ভার্মা ৪-৫ দিন আগে মহিলার ওপর অ্যাসিড হামলার ছক কষেছিল।

এএসপি জানিয়েছেন, যুবতী, অনিল ভার্মাকে অনেকদিন ধরেই চেনেন। প্রায় তিন মাস আগে অন্য একজনের সঙ্গে মহিলার বিয়ে ঠিক হওয়ায় অনিল এই হামলার পরিকল্পনা করে। হামলার সময় ব্যবহৃত স্কুটারে অ্যাসিডের দাগ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে যুবতী তাঁর মায়ের সঙ্গে বাজার থেকে ফিরছিলেন তখনই ধৃতরা তাঁর ওপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার মুখের ৫-৭ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। বর্তমানে গোরক্ষপুরের বিআরডি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে মামলা কলকাতা হাই কোর্টে

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে আবার মামলা হল কলকাতা হাই কোর্টে। এ বার আবেদনকারী পক্ষের অভিযোগ, মৃত অশোককুমার সিংহের দেহ দিচ্ছে না পুলিশ।

আদালতের নির্দেশে মরদেহ এখন এসএসকেএম হাসপাতালে রয়েছে। সেই দেহ মৃতের পরিবারকে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে শনিবার এ সংক্রান্ত আবেদন জানান প্রিয়ঙ্কা। তাঁর বক্তব্য, যে হেতু দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের প্রয়োজনীয়তা নেই, তাই পরিবার চাইছে দেহ নিয়ে নিতে। কিন্তু পুলিশ দিতে রাজি নয়। তারা বলছে আদালতের নির্দেশ ছাড়া মরদেহ দেওয়া যাবে না। প্রধান বিচারপতি জানান, সরকারি আইনজীবীকে বিষয়টি জানানো হোক। শনিবারই এ বিষয়ে শুনানি হবে হাই কোর্টে। প্রসঙ্গত, আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় রহস্যজনক ভাবে মৃত অশোকের দেহ কলকাতা পুলিশ মর্গ থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। পাশাপাশি, আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তার আগেই দেহ ফেরতের আবেদন জানানো হল মৃতের পরিবারের তরফে।

কংগ্রেসের শাসনে দলিতদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে রাজস্থানে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভরতপুর, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার রাজস্থানের ভরতপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস আচরণগতভাবে দলিত বিরোধী। সম্প্রতি আমাদের দেশ প্রথম দলিত চিফ ইনফরমেশন কমিশনার পেয়েছে, তাঁর নাম হীরালাল সামারিয়া। কিন্তু দলিত অফিসারের নিয়োগ কংগ্রেস পছন্দ করেনি। কংগ্রেস একজন দলিত অফিসারকে উচ্চ পদে পৌঁছতে দেখতে পারে না। এটা সেই একই কংগ্রেস যে দল রামনাথ কোবিন্দের বিরোধিতা করেছিল এবং সবসময় বাবা সাহেব আম্বেদকরকে অপমান করেছিল।' প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'কেউ কেউ এখানে নিজেদের জাদুকর বলে। এখন তাঁদের রাজস্থানের মানুষ বলছে- ৩ ডিসেম্বর কংগ্রেস ছু মন্তর। রাজস্থানে দারুণ সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে বিজেপি। বিজেপির সংকল্প হল রাজস্থানকে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যে পরিণত করা। বিজেপির সংকল্প রাজস্থানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আক্রমণ শানানো। বিজেপির সংকল্প হল আমাদের বোন ও কন্যাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা। রাজস্থানে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণ করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনাদের দেওয়া এই প্রতিশ্রুতিগুলি অবশ্যই পূরণ হবে, এটাই মোদীর গ্যারান্টি।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'একদিকে ভারত বিশ্বে নেতা হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, গত ৫ বছরে রাজস্থানে কী হয়েছিল তা আপনারা সবাই জানেন। কংগ্রেস রাজস্থানকে দুর্নীতি, দাঙ্গা ও অপরাধে শীর্ষস্থানীয় করে তুলেছে।' মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস যেখানেই যায় সেখানেই সন্ত্রাসবাদী, অপরাধ এবং দাঙ্গাবাজরা বেলাগাম হয়ে যায়। কংগ্রেসের জন্য তুষ্টিই সবকিছু।'

ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহতে গাছে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ৬ জনের, গুরুতর আহত একজন

গিরিডিহ, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন একজন।

শনিবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গিরিডিহর বাঘমারা এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গিরিডিহ জেলার মুফাস্সিল থানার স্টেশন ইনচার্জ কমলেশ পাসওয়ান বলেছেন, হতাহতরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। নিহতদের মধ্যে চারজন গজোডিহ ও একজন চারঘরা গ্রামের বাসিন্দা। অপরজনের বিষয়ে জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, স্করপিও গাড়িতে চেপে বিরনি থানা এলাকার থোরিয়া থেকে টিকোডিহ গ্রামে গিয়েছিলেন সবাই। রাতের খাবার খাওয়ার পর গাড়িতে চেপে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় তাঁদের গাড়ি। ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। পরে আরও একজন প্রাণ হারান। সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি উল্টে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ির ভিতর থেকে সবাইকে উদ্ধার করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে ও একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজাও বন্ধ হয়ে গেল পুণ্যার্থীদের, আগেই বন্ধ হয়েছে বাকি তিন ধাম

দেহরাদূন, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): পুণ্যার্থীদের জন্য এবার বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজাও। শনিবার সকালে বিশেষ পূজার্চনা ও আচার অনুষ্ঠানের পর শীতের মরসুমের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। এর আগেই বন্ধ হয়েছে কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির। আর শনিবার বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ মন্দির।

গঙ্গোত্রী মন্দির বন্ধ হয়েছে গত ১৪ নভেম্বর, আর ১৫ নভেম্বর বন্ধ করে দেওয়া কেদারনাথ মন্দির, ভাইফোঁটার দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে যমুনোত্রী মন্দিরও।

শীতের মরশুমের জন্য বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজার্চনার পর এদিন সকালে বন্ধ করে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘিরে ধুন্ধুমার কুলতলিতে, সংঘর্ষে জড়াল বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস

কুলতলি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি। সংঘর্ষে জড়াল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। শুক্রবার রাতে কুলতলির সোনাটিকারি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে দু'পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন তাদের সমর্থকদের ওপর চড়াও হয় বিজেপি সমর্থকরা। বাঁশ-লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে।

ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, অনুষ্ঠান ঘিরে বচসা, তাই নিয়েই মারামারি। এই ঘটনায় দু'পক্ষের কেউই কুলতলি থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

গাজিয়াবাদের একটি আবাসনে আগুন, হতাহতের খবর নেই

গাজিয়াবাদ, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার একটি আবাসনে শনিবার সকালে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এদিন পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। যদিও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার বৈশালি রোড এলাকার একটি আবাসনের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে।

বৈশালির দমকল দফতরের মুখ্য আধিকারিক রাহুল কুমার জানিয়েছেন, আমরা শনিবার ভোর ৩টে ৪৮ নাগাদ আগুন লাগার খবর পাই। গাজিয়াবাদের লাজবন্তি প্লাজার তৃতীয় তলায় আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়েই দমকল বিভাগের কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়। দমকল বিভাগের কর্মীরা দ্রুত আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। দমকল বিভাগের কর্মীরা জানিয়েছেন, আগুনে কেউ আহত বা নিহত হয়নি।

ছট পূজায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চক্র রেল

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ছট পূজায় 'গঙ্গা স্নান' এবং 'ডান্ডি'-তে ভক্তদের বৃহৎ সমাবেশের সম্ভাবনায় শিয়ালদহ বিভাগ রবিবার সকাল ৯ টা থেকে সোমবার বেলা ৩টে পর্যন্ত চক্র রেলের ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করেছে।

রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ছট পূজায় হাজার হাজার ভক্ত নদীতীরে আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ভক্তদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করতে এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হল ভিড়কে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা এবং পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা।

যাত্রীদের সেই অনুযায়ী তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেনের সময়সূচী জানার জন্য উৎসাহিত করা হয়। শিয়ালদহ বিভাগ যাত্রীদের একটি নিরাপদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সবাইকে ছট পূজার শুভেচ্ছা জানায়।

ছট উৎসবে বাড়তি ট্রেন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ছট উৎসবের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কলকাতা ও পটনার মধ্যে একটি ছট বিশেষ ট্রেন ঘোষণা করেছে পূর্ব রেল। এই উদ্যোগের লক্ষ্য এই প্রাণবন্ত এবং উল্লেখযোগ্য উৎসবের অংশ হতে আগ্রহী ভক্ত এবং ভ্রমণকারীদের জন্য নির্বিঘ্ন এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেওয়া।

শনিবার ০৩০৩৫ কলকাতা---পটনা ছট স্পেশাল কলকাতা ছাড়বে বেলা সাড়ে তিনটায়। পটনা পৌঁছানোর কথা রাত আড়াইটায়। রবিবার ০৩০৩৬ পটনা-কলকাতা স্পেশাল পটনা ছাড়বে ভোর সাড়ে চারটায়। কলকাতায় সেটি পৌঁছানোর কথা বেলা তিনটায়। একই দিনে ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের এক্তিয়ারে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জাসিডি স্টেশনে উভয় দিকেই থামবে।

এই ছট বিশেষ ট্রেন চালানোর মাধ্যমে ১৮৭২টি বার্থ তৈরি হয়েছে। ট্রেনটিতে সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস এবং স্লিপার ক্লাস থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১৩৫ কলকাতা — পটনা ছট স্পেশালের জন্য টিকিট বুকিং পিআরএস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।

এ ছাড়াও, পূর্ব রেলের আসানসোল বিভাগ শনিবার অন্ডাল ও বাঁকার (জাসিডি হয়ে) মধ্যে একটি 'যাত্রী বিশেষ' চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেনটি ০৩৫৩৯/০৩৫৩৮ (অন্ডাল --- জাসিডি --- অন্ডাল ডেমু প্যাসেঞ্জার) এবং ০৩৫৮১/০৩৫৮২ (জাসিডি—বাঁকা—জাসিডি ডেমু প্যাসেঞ্জার) রুটে চলবে।

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তার সাম্প্রতিক বেলজিয়াম ও সৌদি আরব সফরসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার ব্রাসেলস ও জেদ্দা সফর বিষয়ে দু'টি প্রতিবেদনও রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইনের আমন্ত্রণে ''গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে'' যোগ দিতে ৩ দিনের সরকারি সফরে গত ২৪ অক্টোবর বেলজিয়াম যান। পরে, তিনি জেদ্দায় ৬-৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত 'ইসলামে নারী: মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরব সফর করেন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন সাম্প্রতিক সফল বিদেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। প্রেস সচিব বলেন, সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী একে অপরের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেন। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে বাইপাস সার্জারি করায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। বেলা সোয়া ১১টার দিকে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ও তার স্ত্রী ড় রেবেকা সুলতানা প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রীও রাষ্ট্রপতি ও তার স্ত্রীকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিবরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন স্ত্রীকে ছুরি মেরে খুনের চেষ্টা, নেশাগ্রস্ত যুবককে গণধোলাই

মালদা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন স্বামী। কোনওভাবেই স্বামীকে শুধরাতে না পারায় বিয়ে ভাঙেন স্ত্রী। সেই রাগ থেকেই প্রাক্তন স্ত্রীকে ছুরি মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্বামীকে আটকাতে গিয়ে ছুরিকাহত ওই মহিলার জামাইবাবুও। স্থানীয় বাসিন্দারা কোনওমতে অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। এরপর চলতে থাকে গণধোলাই। বর্তমানে তিনজনই মালদা মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের মীরচক এলাকায়।

আক্রান্ত মহিলার নাম লিজা খাতুন। বাড়ি মীরচক এলাকায়। কালিয়াচকের একটি মোটর বাইকের শোরুমে কাজ করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে লিজার সঙ্গে বিয়ে হয় অমিত শেখ ওরফে আমিনের (৩১)। অভিযোগ, অমিত মাদকের নেশায় আসক্ত। এ নিয়ে প্রায়শই পরিবারে ঝামেলা লেগে থাকত। বছর খানেক আগে মাদকাসক্ত স্বামীর থেকে মুক্তি পেতে ডিভোর্স নেওয়ার কাজ শুরু করেন লিজা। এরই মধ্যে অমিতের নেশা ছাড়াতে পরিবারের লোকজন তাঁকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। কয়েকদিন আগে অমিত বাড়ি ফেরেন।

অভিযোগ, শুক্রবার রাতে ফের নেশা করেন অমিত। রাত ৯টা নাগাদ শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে লিজার শরীরে বেশ কয়েকটি ছুরির কোপ মারেন তিনি। চিৎকার শুনে ছুটে যেতে গিয়ে অমিতকে পালাতে দেখেন লিজার জামাইবাবু দিলীপ শেখ (৩৭)। অমিতের পেছনে ধাওয়া করেন তিনি। এরপর রাস্তার মোড়ে অমিতকে ধরে ফেলেন দিলীপ। সেখানেই দিলীপকেও ছুরির কোপ মারেন অমিত বলে অভিযোগ।

বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা অমিতকে ধরে গণধোলাই দিতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে অমিতকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যালে ভরতি করা হয়। বর্তমানে তিনজনই মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

মোবাইল অ্যাপে অসংরক্ষিত টিকিট পদ্ধতি শেখাচ্ছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): মোবাইল অ্যাপে অসংরক্ষিত টিকিট পদ্ধতি (ইউটিএস) সম্পর্কে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে এবং টিকিট কাউন্টারগুলিতে ভিড় এড়াতে ও সময় বাঁচাতে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) এর প্রচার শুরু করেছে।

এই প্রচারটির উদ্দেশ্য হল অসংরক্ষিত যাত্রার জন্য মোবাইল অন ইউটিএস ব্যবহারকে আরও প্রচার করা এবং যাত্রীদের টিকিট কেনা আরও সহজ করা। এই প্রচারে যাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কীভাবে মোবাইলে ইউটিএস অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া, রিচার্জ করা, টিকিট পাওয়া এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস)-এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে সাধারণ ঝামেলার নির্দেশিকা সহ।

প্রথম পর্বের সাফল্যের পরে ইউটিএস অন মোবাইল প্রচারের দ্বিতীয় পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, যার ফলস্বরূপ শিয়ালদহ বিভাগে ইউটিএস-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচারটি অনলাইন এবং মোবাইল টিকিটিংয়ের উপর নতুন করে আলোকপাত করবে, সেইসাথে যাত্রীদের মধ্যে ইউটিএস-এর সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এটি একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইস্টার্ন রেলওয়ে জানিয়েছে, তারা যাত্রীদের নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং দক্ষ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিভাগের উপর ইউটিএস প্রচারাভিযানের সূচনা এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মদিনে নিজের এক্স হ্যাণ্ডেলে শ্রদ্ধা জানালেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু শনিবার লিখেছেন, "আজ বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মদিন। ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে মিলে এঁরা গঠন করেছিলেন দুর্ধর্ষ 'হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'। আন্দামানের কুখ্যাত কারাগারে নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনশন করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস সরকার তাঁকে কোন মর্যাদা দেয় নি।"

সড়ক পরিবহণ দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গডকরিও এদিন বটুকেশ্বর দত্তের ছবি-সহ অবিস্মরণীয় ওই বিপ্লবীকে এক্স হ্যাণ্ডেলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বটুকেশ্বর দত্ত ছিলেন উনিশ শতকের শূন্য দশকের একজন বাঙালি বিপ্লবী। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল ভগৎ সিংয়ের সাথে নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা ফাটানোর জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা পরিকল্পনা মোতাবেক দুটি বোমা ফেলেন, যাতে কারো কোনও ক্ষতি না হয়। ফরাসী নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী বৈলেয়ন্টের মতোই ভগৎ সিংহের বক্তব্য ছিল """বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠ প্রয়োজন""". বটুকেশ্বর দত্ত ও তিনি ইস্তাহার ছড়িয়ে দেন নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে, স্লোগান দিয়ে শান্তভাবে গ্রেফতারবরণ করেন।

গোয়ায় এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত দুই মহিলা

পানাজি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : গোয়ায় এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একই পরিবারের দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শনিবার সকালে গোয়ার ভাস্কো শহরে এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ২৬ বছর বয়সী এক মহিলা ও তার বৃদ্ধ শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের এক উর্ধতন আধিকারিক এদিন জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিবানী রাজাওয়াত এবং তাঁর ৬৫ বছর বয়সী শাশুড়ি জয়দেবীর।

পুলিশ জানিয়েছে, গোয়ার ভাস্কোর নিউ ভাদেম কলোনিতে এদিন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের সময় মৃতদের বাড়িতে তাঁরা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

হালকা শীতের আমেজ পড়তেই হেঁশেলে এসেছে কাঁকড়া

উৎসবের ক’দিন ধরে মাছ-মাংস-ডিম খেয়ে মুখে অরুচি হয়েছে। তাই মাছ-মাংসের পদ দেখলে মোটেই আর খেতে ইচ্ছে করছে না। রুচি ফেরাতে যদি নিরামিষ পদ রান্না হয়, তা হলেও খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠবে। সেই সময়ে হাল ধরতে পারে কাঁকড়া। স্বাদবদল হবে, আবার নিরামিষ খাবার খেতে হচ্ছে বলে কেউ অভিযোগও করতে পারবেন না। তাই হালকা ঠান্ডা পড়তে পড়তেই এক দিন ঝাল ঝাল করে রেঁধে ফেলুন কাঁকড়া কষা। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

কাঁকড়া: ২টি
আদা-রসুন বাটা: ২ চা চামচ
টম্যাটো কুচি: আধ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
গোটা গরম মশলা: আধ চা চামচ
কাঁচালঙ্কা: ২-৩টি
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
গরম মশলা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৫-৬ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী:

১) প্রথমে কাঁকড়া ভাল করে ছাড়িয়ে, কেটে সামান্য গরম জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। ২) এ বার কাঁকড়াগুলি নুন, হলুদ মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন বেশ কিছু ক্ষণ। ৩) কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হতে দিন। তেল গরম হলে ম্যারিনেট করা কাঁকড়া ভাল করে ভেজে নিন। ৪) ওই তেলের মধ্যেই ফোড়ন হিসেবে দিয়ে দিন গোটা গরম মশলা এবং শুকনো লঙ্কা। ৫) সামান্য ভাজা হলে তেলের মধ্যে দিয়ে দিন পেঁয়াজ কুচি। অল্প ভাজা হলে তার মধ্যে দিয়ে দিন আদা, রসুন বাটা। ৬) ভাল করে ভাজা হলে এ বার দিন টোম্যাটো কুচি। এই সময়েই সামান্য একটু নুন দিয়ে ভাল করে কষাতে থাকুন। কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। ৭) তেল ছেড়ে এলে হলুদ, লঙ্কা, জিরে এবং গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে আবার কষাতে থাকুন। ৮) তেল ছেড়ে এলে ওই মিশ্রণে আগে থেকে ভেজে রাখা কাঁকড়া দিয়ে দিন। ৯) কষানো হয়ে গেলে এবং মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করলে সামান্য জল দিয়ে দিন। ১০) কাঁকড়ার মাংস সেদ্ধ হলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ১১) চাইলে উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ডায়েটের নাম ওভো- ভেজিটেরিয়ান

কারও লক্ষ্য ফিটনেস, কারও রয়েছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, কেউ আবার বয়সজনিত কারণে খাদ্যতালিকায় এনেছেন পরিমিতি। সব মিলিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে বিভিন্ন ডায়েট। সেগুলির মধ্যে আবার ভেজিটেরিয়ান বা ভিগান ডায়েট পছন্দ করেন, এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

নিরামিষ ডায়েট কত রকম

মাছ ও মাংসবিহীন ডায়েটকেই ভেজিটেরিয়ান ডায়েট বলা হয়। এর মধ্যে আবার রয়েছে আরও ভাগ। যেমন ল্যাকটো-ভেজিটেরিয়ান, যাঁরা মাছ-মাংস না খেলেও দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খান। ওভো-ভেজিটেরিয়ানদের ডায়েটে আবার রয়েছে ডিম। ওভো-ল্যাকটো ভেজিটেরিয়ানরা ডিম-দুধ, দুই-ই খান। এর সঙ্গে রয়েছে ভিগান, যাঁরা খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেন মাছ, মাংস ও যে কোনও পশুজাত খাদ্য যেমন দুধ, দই বা পনিরও। তবে এই আলোচনা ওভো-ভেজিটেরিয়ান ডায়েট নিয়ে।

এই ডায়েটে কী কী খাওয়া যায়

যে কোনও আনাজ, শস্য, ডালজাতীয় খাবার এবং ফল খাওয়া যায় এই ডায়েটে। এর পাশাপাশি খাওয়া যাবে ডিম, মেয়োনিজ এবং ডিম দিয়ে তৈরি কেক-পেস্ট্রিও।

এই ডায়েটের সুবিধে

পুষ্টিবিদ সুবর্ণা রায়চৌধুরী বলছেন, “ওভো-ভেজিটেরিয়ান ডায়েটে গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রোটিন। সাধারণত, রোজ দেহের প্রতি কেজি ওজন পিছু ১ গ্রাম করে প্রোটিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দেহের ওজন, পেশির গঠনে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।” কিন্তু অনেকেরই দুগ্ধজাত খাবারে অ্যালার্জি থাকে বা হজমের সমস্যা দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে তাঁদের দেহে দেখা দিতে পারে প্রোটিনের ঘাটতি। সুবর্ণার পরামর্শ, “যাঁরা নিরামিষ ডায়েটে আছেন, কিন্তু দুগ্ধজাত খাবার খেতে পারেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে সুবিধেজনক হতে পারে ওভো-ভেজিটেরিয়ান ডায়েট। কারণ ডিম থেকে পাওয়া যায় প্রথম শ্রেণির প্রোটিন। ডিম সহজপাচ্য, সহজলভ্য একটি প্রোটিনের উৎস। প্রোটিন ছাড়াও ডিমে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিনস ও মিনারেলস থাকে। হৃদ্যন্ত্রে সমস্যা থাকলে ডিমের কুসুম বাদ দিয়ে খেতে পারেন সাদা অংশটি।” সুবর্ণার কথায়, সুস্বাস্থ্যের প্রথম কথা হল নিজের শরীর অনুযায়ী পরিমিত, ব্যালান্সড খাদ্যাভ্যাস। তাই যে কোনও ডায়েট মেনে চলার আগে দরকার পুষ্টিবিদের পরামর্শ।

ভোগের খিচুড়ির স্বাদই আলাদা

পুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভোগ। বাড়ির পুজোর ভোগে নানা রকম পদের দেখা মিললেও পাড়ার মণ্ডপে ভোগ বলতে খিচুড়ির প্রাধান্যই বেশি। নানা রকম সব্জি দিয়ে খিচুড়ি রান্না কঠিন নয়। মায়ের হাতে রান্না করা খিচুড়িও স্বাদে অতুলনীয়। কিন্তু সেই খিচুড়ির স্বাদও কিছুতেই পুজোর ভোগের মতো হয় না। অথচ বাড়িতে সহজেই পুজোর ভোগের খিচুড়ি রান্না করা যায়, রইল রেসিপি।

উপকরণ গোবিন্দভোগ চাল: ৫০০ গ্রাম মুগ ডাল: ৫০০ গ্রাম
তেজপাতা: ৩/৮ টি
আলু: ২টি
পাঁচফোড়ন: ১ চামচ
মটরশুঁটি: ১৫০ গ্রাম
এলাচ: ৩টি
দারচিনি: পরিমাণ মতো
তেল (ভাজার জন্য)
আদাবাটা: ২ চামচ
হলুদ গুঁড়ো: ১ চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
কাঁচা লঙ্কা: ২-৩টি
ঘি: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী

১) প্রথমে চাল এবং ডাল ধুয়ে শুকিয়ে পাত্রে রাখুন। এর পর আলু, ফুলকপি কেটে, মটরশুঁটি ছাড়িয়ে রাখুন।

২) এর পর কড়াইতে তেল গরম হতে দিন। আলু, ফুলকপি, ও মটরশুঁটি অল্প আঁচে ভেজে আলাদা করে তুলে রাখুন। তার পর মুগ ডাল ভেজে সেদ্ধ করে নিন।

৩) এর পর কড়াইতে সামান্য ঘি দিন। গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা ফোড়ন দিন।

৪) ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছু ক্ষণ পরে আদাবাটা আর হলুদ দিয়ে দিন।

৫) এর পর সেদ্ধ ডাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। প্রয়োজন মতো জল দিয়ে অল্প ফুটে উঠলে স্বাদ মতো নুন দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন।

৬) চাল আর ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাজা আলু, ফুলকপি আর মটরশুঁটি দিয়ে দিন। আরও কিছু ক্ষণ অল্প আঁচে রেখে দিয়ে নামিয়ে নিন। উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

কম্পিউটারে হোয়াটঅ্যাপ ওয়েব পেজ থেকেই বেশি প্রতারণার শিকার হচ্ছে মানুষ

হোয়াটঅ্যাপ এখন আর শুধু মেসেজিং অ্যাপ নয়। টাকাপয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রেও এখন অনেকেই ব্যবহার করেন জনপ্রিয় এই অ্যাপটি। কাজের সুবিধার জন্যে অনেকেই ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সঙ্গে ফোনে থাকা হোয়াটঅ্যাপটি ওয়েবপেজের মাধ্যমে যুক্ত করে নেন। তবে তার জন্যে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের হোয়াটঅ্যাপ ওয়েবপেজের সঙ্গে যুক্ত “কিউআর” কোডটি ফোন থেকে স্ক্যান করে নিতে হয়।

আর এই সুযোগটি কাজে লাগিয়েই হাতসাফাই করছেন প্রতারকেরা।

সিঙ্গাপুর প্রশাসন সূত্রে পাওয়া বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, সে দেশে এই ওয়েবপেজের মাধ্যমে অর্থ কিংবা তথ্য চুরির অভিযোগই সবচেয়ে বেশি। কী ভাবে কাজটি করেন প্রতারকেরা? কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করতে গেলে ওয়েবপেজের প্রয়োজন পড়ে। গুগ্ল থেকে হোয়াটঅ্যাপের ওয়েবপেজের লিঙ্কে ক্লিক করা মাত্রই সেখানে ফোনের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করানোর জন্যে বিশেষ একটি “কিউআর” কোড আসে। ফোন থেকে সেই কোডটি স্ক্যান করলেই ফোন এবং কম্পিউটারে হোয়াট্যাপ যুক্ত হয়ে যায়। প্রতারকেরা সেখানেই ভুয়ো “কিউআর” কোডটি দিয়ে রাখেন। হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করতে গিয়ে বুঝতে না পেরে সেই কিউআর কোড স্ক্যান করে ফেলেন সাধারণ মানুষ। যার সাহায্যে ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য পাওয়ার কাজটি আরও সহজ হয়ে যায়। সিঙ্গাপুর প্রশাসন এই বিষয়টি নিয়ে ততর হলেও এমন ঘটনা কিন্তু ভারতেও ঘটতে পারে বলে সাবধান করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

এই ধরনের জালিয়াতি রুখতে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে?

ফোন থেকে কম্পিউটারে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করতে গিয়ে যদি মাঝপথে হঠাতপেজ ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়, ততণাতইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করতে দিতে হবে।

এ ছাড়া অচেনা কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে নিজের হোয়াটঅ্যাপ প্রোফাইলের ভেরিফিকেশন কোড বা সেই সংক্রান্ত ওটিপি জানানো একেবারেই উচিত নয়।

নিজের ব্যক্তিগত ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ছাড়া অন্য কোনও ডিভাইজের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করার আগে সতর্ক থাকা উচিত।

শীতের শুরুতে ফুসফুসের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে

বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়ার এবং ধূলিকণার আক্রমণে সবার প্রথম আক্রান্ত হয় ফুসফুস। কারণ, নাক দিয়ে অক্সিজেন নেওয়ার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে যাবতীয় অশুদ্ধি সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছয়। তার পর তা মিশে যায় রক্তের সঙ্গে। সেখান থেকেই নানা সংক্রমণ, অ্যাজমা, সিওপিডি-র মতো যাবতীয় রোগের শুরু হয়। শীতকালে আরও বেশি বাড়ে সংক্রমণে ঝুঁকি। ইতিমধ্যেই রাতের দিকে শীত শীত ভাব পড়তে শুরু করেছে। এই সময়ে সতর্ক না হলেই ফুসফুসে সংক্রমণ জাঁকিয়ে বসে। একটু সতর্ক হলেই শীতের সময়ে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়িয়ে চলা যায়। জেনে নিন, শীতের মরসুমে ফুসফুস চাঙ্গা রাখবেন কী ভাবে। ১) ফুসফুসের সংক্রমণ এড়িয়ে চলতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলতে হবে। সংক্রমণ ঠেকাতে ঘন ঘন হাত ধোয়া ভীষণ জরুরি। রাস্তায় বেরোলেই স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখুন। সময় করে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ২) ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য দূষণ এবং ধূলিকণার দোষ যদি হয় ৬০ শতাংশ, তা হলে ৪০ শতাংশ দায় কিন্তু ধূমপানের। এই আবহাওয়ায় ফুসফুসের জটিল রোগ “সিওপিডি” বেড়ে যাওয়ার জন্যও দায়ী সেই ধূমপান। তবে সিগারেট থেকে শুধু প্রত্যক্ষ ধূমপায়ীরা নন, আশপাশে পরোক্ষ ধূমপায়ীরাও কিন্তু আক্রান্ত হন।

৩) ফুসফুসের সংক্রমণ ঠেকাতে আবার মাস্ক পরার অভ্যাস শুরু করুন। রাস্তায় বেরোলে কিংবা ভিড়ের মধ্যে কোথাও গেলে মাস্ক পরা জরুরি।

ফুসফুসের সংক্রমণ ঠেকাতে আবার মাস্ক পরার অভ্যাস শুরু করুন। ৪) শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে ব্যায়াম করা আবশ্যিক। কিন্তু ফুসফুসের কার্যকারিতা ভাল রাখতে গেলে বিশেষ কিছু ব্যায়াম রয়েছে, যা ফুসফুস পরিষ্কার করার পাশাপাশি, তার কার্যক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে করা এই ব্যায়ামগুলি কাজ করতে করতেও করা যায়। তবে খেয়াল রাখবেন, যে ব্যায়ামই করুন না কেন, তা যেন পরিমিত হয়। অতিরিক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করলে অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু হাঁপানির সমস্যা দেখা দিতে পারে। ৫) এই সময়ে ফুসফুসের সংক্রমণ ঠেকাতে স্বাস্থ্যকর খাবারদাবার খাওয়া জরুরি। ডায়েটে বেশি করে ফল ও শাকসব্জি রাখুন। ভিটামিন সি-তে সমৃদ্ধ ফল শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাই রোজ লেবু, কমলালেবুজাতীয় ফল বেশি করে খেতে হবে।

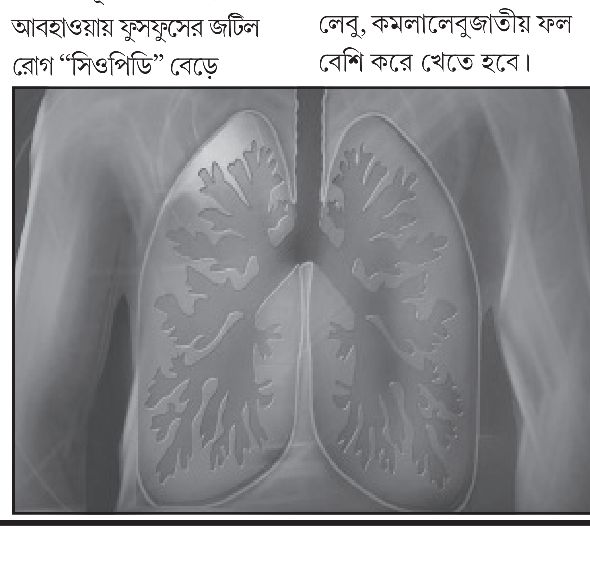

পর্যাপ্ত তেল-মশলা পড়লে খাবার সুস্বাদু হয়

পর্যাপ্ত তেল-মশলা পড়লে তবেই খাবার সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তাই যতই মনে ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় জাঁকিয়ে বসুক, তেল-মশলা ছাড়া রান্না করা বেশ কঠিন। তবে অনেক সময় এমনও হয় যে, লঙ্কারগুঁড়ো বা অন্য মশলা যতটা দেওয়ার কথা, তার চেয়ে খানিকটা বেশি পড়ে যায়। এর ফলে খাবার মুখরোচক হয়ে উঠলেও তা শরীরের জন্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।

তা ছাড়া বেশি মশলা পড়ে খাবারের স্বাদও বদলে যায়। নতুন করে রান্না করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে খাবারের ঝাল-মশলা কমানো যায় কী ভাবে, সেই টোটকাগুলি জেনে রাখতে পারেন।

দুগ্ধজাত খাবার

রান্না শেষ হওয়ার পর চেখে দেখতে গিয়ে যদি দেখেন একটু বেশি ঝাল হয়ে গিয়েছে, তা হলে চিন্তিত হয়ে পড়ার কোনও দরকার নেই। ফ্রিজে দই, দুধ থাকে অনেকেরই। অল্প পরিমাণে কোনও একটি রান্নায় মিশিয়ে দিলে খাবারের আসল স্বাদ ফিরে আসবে। তা ছাড়া ঝোলও খানিকটা ঘন হবে।

টম্যাটো

রান্নায় মশলা বেশি পড়ে গেলে টম্যাটোর উপর ভরসা রাখতে পারেন। রান্নার সময় টম্যাটো দিলেও ঝাল কমাতে আরও এক বার টুকরো করে কেটে দিন। টম্যাটোর টক স্বাদ ঝালের সঙ্গে মিশে স্বাদ ঝাল কমিয়ে দেবে।

খাবারের ঝাল-মশলা কমানো যায় কী ভাবে?

চিনি

রান্নায় চিনি দেন না অনেকেই। তবে অসাবধনতাবশত যদি লঙ্কারগুঁড়ো খানিক বেশি পড়ে যায়, তা হলে এক চিমটে চিনি দিতেই পারেন। চিনি বাড়তি মশলা এবং ঝাল শুষে নেবে। তবে বেশি চিনি দেবেন না। তাতে আবার খাবার মিষ্টি হয়ে যেতে পারে।

লেবুর রস

অনেকেই ঝাল খেতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে রান্নায় যদি কোনও ভাবে ঝাল বেশি হয়ে যায়, তা হলে মুশকিল। এমন পরিস্থিতি যদি তৈরি হয়, তা হলে চিন্তা না করে খানিকটা লেবুর রস রান্নায় মিশিয়ে দিন। ঝাল কমে যাবে, আবার রান্নায় অন্য স্বাদও আসবে।

দীর্ঘজীবী হওয়ার মন্ত্র কী

চাইলে কি আমরা আমাদের আয়ু বাড়িয়ে নিতে পারি? দেহের “আজব ঘড়ি”টিকে চালাতে পারি আমাদের ইচ্ছেমতো? জীবনশৈলীতে সংযম আনলে আয়ু বৃদ্ধি সম্ভব, এমনটাই জানিয়েছেন লেখক ড্যান বাটনার। তাঁর বই “দ্য ব্লু জোন্স”-এ আয়ু বৃদ্ধির তিনটি উপায়ের কথা লিখেছেন লেখক। দীর্ঘজীবী হতে জীবনে বাবার মন্ত্রই মেনে চলেন তিনি।

ড্যান বলেছেন, “আমার বাবা ১০১ বছর জীবিত ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বেশ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতেন। ৭০ বছর বয়স অবধি তিনি নিয়মিত সকালবেলা মাঠে দৌড়তে যেতেন। মানসিক চাপ থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতেন। পরিবার ও বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে সবসময় হাসিখুশি থাকতেন।” লেখক লিখেছেন, “আমিও ১০০ বছর বাঁচতে চাই। আর দীর্ঘজীবী হতে আমিও বাবার মন্ত্রই মেনে চলি।”

ড্যান তাঁর বাবার খাদ্যাভ্যাস নিয়েও আলোচনা করেছেন তাঁর বইতে। তিনি লেখেন, “বাবা বলতেন প্রাতরাশ খেতে হবে রাজার মতো করে, দুপুরের খাবার খেতে হবে যুবরাজের মতো করে আর রাতের খাবার খেতে হবে আমজনতার মতো করে। রাতের খাবার বিকেলের মধ্যেই সেরে ফেলতেন বাবা। আর তিনি সবসময় বলতেন যে, পেট ৮০ শতাংশ ভরে গেলেই খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত।” লেখক নিজে এক সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেয়ে ফেলতেন। তবে এখন তিনি মেপে খান। তাঁর রোজের খাবারে ৯০ শতাংশই শাকসব্জি থাকে। মাঝেমধ্যে মাছ খান তিনি। বাইরের ভাজাভুজি, রেস্তরাঁর খাবার একেবারে খান না বললেই চলে। লেখক লিখেছেন, “বাবা নিয়মিত মদ্যপান করতেন। তবে শেষ পাঁচ বছরে তিনি মদ্যপান একেবারেই বন্ধ করে দেন। আমি অবশ্য রোজ রাতে দু’গ্লাস ওয়াইন খাই। জানি এই অভ্যাস ভাল নয়, তবে এখনও পর্যন্ত এই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি।”

বাবার মতোই নিয়মিত শরীরচর্চা করেন ড্যান। তবে বদ্ধ ঘরে বসে নয়, খোলামেলায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকেই শরীরচর্চা করতে পছন্দ করেন তিনি। লেখক বলেন, “একা থাকতে পছন্দ করতেন না বাবা। মায়ের মৃত্যুর পর একাধিক বিয়ে করেন তিনি। বিষয়টি আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। তবে তাঁকে খুশি থাকতে দেখে আমিও সবটা মেনে নিয়েছিলাম।” লেখকের মতে, মানসিক চাপ শরীরে ধূমপানের মতোই ক্ষতি করে। দীর্ঘজীবী হতে মানসিক চাপ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই শ্রেয়। সব সময়ই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে হইহুল্লোড়, আনন্দ করতে হবে।

খাবারগুলি নিয়মিত খেতে হবে?

জীবনের বাইশ গজে সেঞ্চুরি করতে চান অনেকেই। কিন্তু একটা বয়সের পর থেকে শারীরিক নানা অসুস্থতা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। ফলে দীর্ঘ দিন সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। চিকিতকেদের মতে, সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্য প্রথমেই ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করা জরুরি। সেই সঙ্গে কমাতে হবে মদ্যপানও। অত্যধিক মানসিক চাপও কমিয়ে দেয় আয়ু। তবে দীর্ঘ জীবন পেতে শুধু এই অভ্যাসগুলি বদলে ফেললে চলবে না, সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়াতেও আনতে হবে বদল। অতিরিক্ত ভাজাভুজি, মিষ্টি আর নোনতা খাবার একেবারেই বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে নিয়ম করে খেতে হবে কয়েকটি খাবার। কোন খাবারগুলি বাড়িয়ে দিতে

বেদানা দীর্ঘ দিন সুস্থ থাাতে সাহায্য করতে পারে বেদানা। বেদানায় থাকা ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি, বেদানার রয়েছে আরও অনেক গুণ। বেদানা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বেদানা পেশির ক্ষয়ের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। এ ছাড়াও বার্ধক্যজনিত নানা অসুখ, স্নায়ুর নানা সমস্যাও কমিয়ে দিতে পারে এই ফল।

কাঁচকলা

দীর্ঘায়ু পেতে ভরসা রাখতে পারেন কাঁচকলায়। উচ্চ রক্তচাপের কারণে অনেকেই হৃদ্রোগে ভুগছেন। কাঁচকলা উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কাঁচকলায় থাকা ভিটামিন, মিনারেলস এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর উপাদান রোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা জোগায়। তা ছাড়া, কাঁচকলা কিডনির ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ খাবার

সামুদ্রিক মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। এই অ্যাসিড প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। যে কোনও রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। সেই সঙ্গে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ফ্যাটি অ্যাসিডের জুড়ি মেলা ভার।

মধু

হৃদ্রোগ এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে মধুর জুড়ি মেলা ভার। রোজ নিয়ম করে এক চামচ খাঁটি মধু খেলে অনেক কঠিন রোগের ঝুঁকি কমে। বিশেষ করে মধু ক্যানসারের মতো মারণরোগের আশঙ্কা কমায়। স্তন, যকৃতএবং অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় মধু।

শীতে রুক্ষতার হাত থেকে বাঁচতে ক্রিম

প্রসাধনী কিংবা রূপচর্চার কথা বললে প্রথমে মেয়েদের কথাই মাথায় আসে। তবে পুরুষেরাও আর পিছিয়ে নেই। যদিও অনেক পুরুষ আছেন, যাঁরা বছরের অন্য সময়ে নিয়ম করে ক্রিম, টোনার, স্ক্রাবার মাখেন না। কিন্তু শীত পড়ার আভাস পেলেই মুখে ময়েশ্চারাইজার মাখেন। বিশেষ করে দাড়ি কামানের আগে। সামনেই তো “নো সেভ নভেম্বর”।

কারণ, শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। আবহাওয়ার রুক্ষ ভাব গালে থাকা দাড়িকে আরও কঠিন করে তোলে। তাই শেভ করার আগে তা নরম করে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন অনেকেই। দাড়ি কাটার জন্য ক্রিম, জেল বা ফোম ব্যবহার করার চল রয়েছে। কিন্তু কোনটি ব্যবহার করলে ঠান্ডার সময়ে দাড়ি কাটার কাজটি সহজ হবে, তা বুঝতে পারেন না অনেকে।

এই বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলছেন, ফোম এবং ক্রিমের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নেই। ফোম আগে থেকে তৈরি করা থাকে। তাই এই উপাদানের ভিতরে বাতাসের পরিমাণ থাকে বেশি। ফলে ফোম ব্যবহার করে শেভ করার পর ত্বকে জ্বালা অনুভব হয়। অন্য দিকে, ক্রিমের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি থাকে না। কারণ, ক্রিমের মধ্যে ময়েশ্চারাইজারের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এই প্রসাধনীটি ব্যবহার করলে অনেকেই দাড়ি কামানোর কষ্ট বুঝতে পারেন না। আবার ত্বক স্পর্শকাতর হলে দাড়ি কাটার পর র্যাশ, ফুসকুড়ি বা ব্রণের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে জেল ব্যবহার করাই শ্রেয়।

তবে জেল, ক্রিম বা ফোম কে কোনটি ব্যবহার করবেন তা নির্ভর করবে ওই ব্যক্তির ত্বকের ধরনের উপর। কারও ত্বক যদি অতিরিক্ত তৈলাক্ত হয়, সে ক্ষেত্রে জেল ব্যবহার করা

শনিবার ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

উত্তরপ্রদেশে অ্যাসিড হামলায় গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

মহারাজগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : এক যুবতীর ওপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার এক পুলিশ আধিকারিক একথা জানিয়েছেন।

মহারাজগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ কুমার সিং জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাত প্রায় একটা থেকে দেড়টার মধ্যে পুলিশের সঙ্গে ধৃতদের এনকাউন্টার হয়। তারপরেই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার রাতে যুবতীর ওপর হামলা চালায় ধৃতরা। শুক্রবার রাতে পুলিশের এনকাউন্টারে দুজন ধৃত আহত হয়েছে। ধৃত অনিল ভার্মার গুলি লেগেছে, রাম বচনও আহত হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ভার্মা ৪-৫ দিন আগে মহিলার ওপর অ্যাসিড হামলার ছক কষেছিল।

এএসপি জানিয়েছেন, যুবতী, অনিল ভার্মাকে অনেকদিন ধরেই চেনেন। প্রায় তিন মাস আগে অন্য একজনের সঙ্গে মহিলার বিয়ে ঠিক হওয়ায় অনিল এই হামলার পরিকল্পনা করে। হামলার সময় ব্যবহৃত স্কুটারে অ্যাসিডের দাগ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে যুবতী তাঁর মায়ের সঙ্গে বাজার থেকে ফিরছিলেন তখনই ধৃতরা তাঁর ওপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার মুখের ৫-৭ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। বর্তমানে গোরক্ষপুরের বিআরডি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

নৌকার মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান তিনটি আসনের জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। সাকিবের পক্ষে তাঁর একজন প্রতিনিধি শনিবার রাজধানীর ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

সাকিব আল হাসানের একজন আত্মীয় প্রথম আলোকে বলেন, মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে। সাকিব বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন। দেশে ফিরে তিন দিন পর মনোনয়ন ফরম জমা দেবেন।

আওয়ামী লীগের ঢাকা বিভাগের মনোনয়ন ফরম বিক্রির জন্য গঠিত কমিটির একজন সদস্য সিদ্দিকী নাজমুল আলম প্রথম আলোকে বলেন,ঢাকা-১০ আসন থেকে সাকিব আল হাসানের পক্ষে তাঁর প্রতিনিধি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মনোনয়ন ফরম বিক্রির খুলনা বিভাগের জন্য গঠিত কমিটির সূত্র জানিয়েছে, সাকিবের প্রতিনিধি মাগুরা-১ ও মাগুরা-২ আসনেরও মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। সাকিব আল হাসান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

সম্প্রতি সাকিব আল হাসানের নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে (বিএনএম) যোগদানের গুঞ্জন ওঠে। এ বিষয়ে জানতে গত বৃহস্পতিবার রাতে সাকিবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। সাকিব যে আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম কিনেছেন সেই মাগুরা-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুজ্জামান, মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার এবং ঢাকা-১০ আসনের সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন।

শনিবার রাজধানীর ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশজুড়ে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত ছট উৎসব, সূর্য্য দেবের আরাধনা পুণ্যার্থীদের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): দেশজুড়ে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে ৪-দিন ব্যাপী ছট উৎসব। শনিবার ৪-দিন ব্যাপী এই উৎসবের দ্বিতীয় দিন, এদিন সকালে গঙ্গার ঘাটে ও জলাশয়ে সূর্য্য দেবের আরাধনা করেন পুণ্যার্থীরা। বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হচ্ছে ছট উৎসব।

এই ছট উৎসবের সমাপ্তি হবে আগামী সোমবার, তার আগে এই কয়েকদিন ছট মাইয়ার আরাধনায় মেতে উঠবেন পুণ্যার্থীরা। শনিবার খরনা উদযাপন করছেন পুণ্যার্থীরা, ভক্তরা সারাদিন উপবাস পালন করবেন এবং সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের পর সূর্য্যের আরাধনা করে উপবাস ভাঙবেন। সন্ধ্যায় প্রসাদ গ্রহণের পর তাঁরা পরবর্তী ৩৬ ঘন্টা জল ছাড়াই উপবাসে থাকেন। সোমবার সকালে উদীয়মান সূর্য্যকে অর্পণের পর উদযাপনের সমাপ্তি ঘটবে।

বাতাসের গতি বেড়েছে দিল্লিতে, গোপাল রাই বললেন আবহাওয়ার উন্নতি হবে শীঘ্রই

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণের কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছেই না রাজধানী দিল্লি। শনিবার জাতীয় রাজধানীর আবহাওয়া থাকল দূষণের কবলে। তবে, দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, দিল্লিতে হাওয়ার গতি বেড়েছে, ফলে শীঘ্রই পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই শনিবার সকালে বলেছেন, 'দীপাবলি উৎসবের পর থেকেই এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স """খারাপ""" বিভাগে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন বাতাসের গতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং উন্নতি দেখা যাচ্ছে, আমরা ইতিবাচক দেখতে পাচ্ছি।

আমরা আশা করছি পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে যাতে মানুষ স্বস্তি পাবেন... আমরা আরও আশা করছি, আগামী ২-২দিনের মধ্যে খড় পোড়ানোর ঘটনাও কমবে, কারণ কৃষকরা আগামী চাষের মরসুমের জন্য বীজ বপনে ব্যস্ত থাকবেন।'

আগামীকাল বিশ্বকাপের শেষ অনুষ্ঠান, সেরা ক্রিকেটার নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে ক্রীড়া প্রেমীদের মধ্যে

আমেদাবাদ, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): আগামীকাল বিশ্বকাপের শেষ অনুষ্ঠান। শিরোপা নির্ধারনী ম্যাচ। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ফাইনালে ভারত খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এবার বিশ্বকাপ ঘিরে জমে উঠেছে ব্যক্তিগত শিরোপার লড়াই। সেই লড়াইয়ে কে জিতল তা জানা যাবে আগামীকাল। কোন খেলোয়াড়কে ''প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টে''র পুরস্কার দেওয়া হবে তা জানতে আগ্রহী ক্রিকেটপ্রেমীরা। ব্যাটিংয়ে বিরাট কোহলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আর বোলিংয়ে অজি বোলারকে টপকে আপাতত বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন মহম্মদ শামি।

আসুন জেনে নেওয়া যাক, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার যে ৩ জন খেলোয়াড় বিশ্বকাপে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের লড়াইয়ে আছেন। এরমধ্যে ভারতীয় তারকা বিরাট কোহলি এই পুরস্কার প্রায় নিশ্চিত। কোহলি গত তিনটি বিশ্বকাপে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হন। এই বিশ্বকাপে ৭০০ রান করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এবার বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যান হয়েছেন কোহলি। তিনি ১০ ম্যাচে ৭১১ রান করেছেন। ৩টি সেঞ্চুরি ও ৫টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। এখনো ফাইনাল ম্যাচ বাকি। আর এবারের বিশ্বকাপে একটি উইকেটও নিয়েছেন তিনি। প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের দৌড়ে তিনিই এগিয়ে রয়েছেন বলা যায়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের পেসার মহম্মদ শামি চলতি বিশ্বকাপের ৬টি ইনিংসে ২৩টি উইকেট নিয়েছেন। প্রতি ইনিংসে প্রায় ৪ উইকেট নিচ্ছেন তিনি। তিনটি ম্যাচে পাঁচটি করে উইকেট নিয়েছেন। তাছাড়া এই ডান হাতি পেসার শামি বিশ্বকাপে দ্রুততম ৫০ উইকেট নেওয়া বোলার হয়েছেন। এই বিশ্বকাপের ফাইনালে তিনি একটি উইকেট পেলেই ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া সেরা ৫ বোলারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা এবার বিশ্বকাপে শুরুটা ভালো করতে পারেননি। প্রথম দুই ম্যাচে তার ছিল মাত্র একটি উইকেট। কিন্তু পরে তিনি ৯ ইনিংসে ২২ উইকেট নিয়েছেন। সুতরাং বোলিংয়ে ম্যান অফ দা টুর্নামেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে এই দুজনই রয়েছেন। তাদের মধ্যে উইকেটের ব্যবধান মাত্র একটি। এক্ষেত্রে এগিয়ে মোহাম্মদ শামি। ফাইনালেই ঠিক হবে বোলিংয়ে ম্যান অফ দা টুর্নামেন্ট।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ১৯ নভেম্বর বুন্দু সূর্য্য মন্দিরে পুজার্চনায় অংশ নেবেন

রাঁচি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ১৯ নভেম্বর, রবিবার বুন্দু সূর্য্য মন্দিরে পুজার্চনায় অংশ নেবেন। সংস্কৃতি বিহারের সমন্বয়ক প্রমোদ কুমার শনিবার একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বুন্দু সূর্য্য মন্দিরে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে প্রার্থনা জানাবেন। সেইসঙ্গে মন্ত্রী দেশ ও রাজ্যের জন্য আশীর্বাদও চাইবেন। প্রমোদ কুমার আরও বলেন, ছট পুজোর প্রস্তুতিতে পুলিশ ও প্রশাসনের পাশাপাশি শিবশক্তি ক্লাব ও স্থানীয় জনগণও প্রভূত সহযোগিতা করছে।

রাঁচির বুন্দুতে বিখ্যাত সূর্য্য মন্দিরে ছট উৎসবের প্রস্তুতি জোরকদমে নেওয়া হয়েছে। মন্দির চত্বর থেকে সূর্য্য সরোবর পর্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলোর ব্যবস্থা, ভক্তদের রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। ভক্তদের সুবিধার্থে ছটঘাটে টোকেনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : ইজরায়েল---হামাসের যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৬ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সেই আম্পায়ারই ফাইনালে ! ভারতীয় ফ্যানরা খুশি নন

আমেদাবাদ, ১৮ নভেম্বর(হি.স.): ফাইনালের জন্য অনফিল্ড আম্পায়ার থাকছেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড কেটেলবরো ও রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। তৃতীয় আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন জোয়েল উইলসন। ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে অ্যান্ডু পাইক্রফট।

প্যানেলের বাকি আম্পায়ারদের নিয়ে কোনও সমস্যা বা আশঙ্কাও নেই। কিন্তু রিচার্ড কেটেলবরোর নাম দেখেই ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

এই শঙ্কার কারণ, আইসিসি ইভেন্টে কেটেলবরো যতগুলো ভারতের ম্যাচ পরিচালনা করেছেন, সেগুলোর সবকটিতেই হার মেনেছে ভারত।

২০১৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ,২০১৫ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল, ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল, ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল।

প্রতিবারই কেটেবরো দায়িত্বে ছিলেন এবং প্রতিবারই ভারতকে হার মানতে হয়েছে।

এমনকি ২০২১ এবং ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন কেটেলবরো।

ভারতকে এই দুটো ফাইনালও হারতে হয়। তাহলে এবারও সেই আম্পায়ার। তাহলে এবার কী হবে? সেই চিন্তাটাই ক্রিকেটপ্রেমীদের মনকে ভাবাচ্ছে।

সরকার অথবা কোম্পানি কেউই কিছু করছে না; শুধুই আশ্বাস দিচ্ছে

উত্তরকাশি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে ৭-দিন হয়ে গিয়েছে, অথচ এখনও উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভে ফুঁসছেন আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিজনরা। শনিবার সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের এক আত্মীয় ক্ষোভের সুরেই জানিয়েছেন, 'সরকার অথবা কোম্পানি কেউ কিছু করছে না। তাঁরা শুধু আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন।'

প্রসঙ্গত, গত রবিবার সকাল থেকে উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন কমপক্ষে ৪০ জন শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেস্ট চালানো হচ্ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। শনিবার সকালেই ঘটনাস্থলে আসেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি মঙ্গেশ ঘিলদিয়াল। তিনিও সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা বেড়েই চলেছে, উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে সপ্তমদিনেও আটকে ৪০ জন শ্রমিক

উত্তরকাশি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায় নির্মীয়মান সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গ থেকে সপ্তম দিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হল না ৪০ জন শ্রমিককে। স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা বেড়েই চলেছে। চিন্তার মধ্যে রয়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। এদিকে, শনিবার সকালে সাময়িকের জন্য বন্ধ থাকল ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ। সুড়ঙ্গ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এনএইচআইডিসিএল-এর পরিচালক আংশু মনীশ খুলকো বলেছেন, 'বর্তমানে টানেলের খনন কাজ বন্ধ রয়েছে।' মেশিন বিকল হয়ে ড্রিলিংয়ের কাজ কী বন্ধ রয়েছে, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মেশিনে কোনো ত্রুটি নেই।'

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা সমস্ত শ্রমিক এখনও নিরাপদে রয়েছেন, সুস্থ থাকার জন্য তাঁদের খাবার ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়া ৪০ জন শ্রমিককে উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা, তাঁরা কোনও মতে হাল ছাড়তে নারাজ।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সকালে উত্তরকাশি জেলার ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের উপর সিল্কিয়ারা এবং ডন্ডালহগাঁওের মধ্যে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের একাংশ ভেঙে পড়ে। এর জেরেই ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়েছেন প্রায় ৪০ জন শ্রমিক। আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য দিন-রাত এক করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আধিকারিকরা।

রাঁচিতে ছট উৎসবের জন্য ভারী পণ্যবাহী যানবাহন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

রাঁচি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : রাঁচি শহরে ছট উৎসবের জন্য ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। এসপি ট্রাফিক কুমার গৌরব জানান, ১৯ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এবং ২০ নভেম্বর দুপুর ২টো থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বড় যানবাহন প্রবেশের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। পণ্যবাহী যানবাহন শুধুমাত্র রিং রোড দিয়ে গন্তব্য পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে। রণধীর ভার্মা চক হাতনিয়া পুকুরগামী গাড়িকে পৌর কর্পোরেশন পার্কের সামনে পার্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসএসপি থেকে হাতনিয়া পুকুরে যাঁরা যাবেন তাদের রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিং করতে হবে। জাকির হোসেন থেকে হাতনিয়া পুকুরে যারা যাবেন তাদের নাগবাবা খাতালে এবং রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিং করার অনুমতি মিলেছে। অন্যদিকে, রাম মন্দির থেকে কাঙ্কে ড্যামগামী ব্যক্তিরা তাদের গাড়ি সিএমপিডিআই গান্ধী নগর এবং রক গার্ডেনে পার্ক করবেন।

যাত্রীবাহী ট্রেনে মহিষ পাচার ! ১৯টি গো-সম্পদ সহ আটক ২

ডুয়ার্স, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): যাত্রীবাহী ট্রেনে মহিষ পাচার ! ট্রেন থামিয়ে তল্লাশি হতেই পাওয়া গেল ১৯টি মহিষ। বজরং দল ও শ্রীরাম সেনার সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে উদয়পুর---গুয়াহাটি সামার স্পেশাল ট্রেন থেকে ১৯টি মহিষ উদ্ধার করা হয়। সেই সঙ্গে দুই দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ট্রেনে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট স্টেশনে। জানা গিয়েছে বানারহাটের বজরং দল ও শ্রীরাম সেনার সদস্যরা খবর পান ০৫৬১৫ উদয়পুর গৌহাটি সামার স্পেশাল ট্রেনে চাপিয়ে বেশ কিছু গোরু ও মহিষ পাচার করা হচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্র তারা বানারহাট স্টেশনে পৌঁছে স্টেশন মাস্টারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। তারা বিষয়টি আলিপুরদুয়ার ডিআরএমের নজরেও আনেন।

এর পরেই রেলের পক্ষ থেকে তৎপরতা শুরু হয়। উদয়পুর গৌহাটি সামার স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটির বানারহাটে স্টপেজ না থাকা সত্ত্বেও রাতেই ট্রেনটি বানারহাটে কয়েক মিনিট দাঁড়া করার জন্য বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়। ট্রেনটি বানারহাটে থামার পর তল্লাশি চালিয়ে ট্রেনের কোচ থেকে ১৯টি মহিষ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ট্রেনে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও ট্রেনের কামরায় গোরু-মহিষ পাচারের বিষয়টি জানা ছিল না বলে দাবি করেছেন ট্রেনের গার্ড।

ঝাঁসিতে এনকাউন্টারে জখম কুখ্যাত অপরাধী রশিদ, চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

ঝাঁসি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে এনকাউন্টারে জখম হয়েছে কুখ্যাত অপরাধী রশিদ কালিয়া। পিন্টু সেঙ্গার হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত এই রশিদ, তার মাথার দাম রাখা হয়েছিল ১.২৫ লক্ষ টাকা। শনিবার এসটিএফ দলের সঙ্গে এনকাউন্টারে জখম হয়েছে রশিদ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিএসপি নেতা পিন্টু সেঙ্গার হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত রশিদ।

তাপমাত্রা কমলেও জমাটি শীত এখনই নয়, দক্ষিণবঙ্গে মনোরমই থাকবে আবহাওয়া

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): দুর্যোগের ভ্রুকুটি কেটেছে, শনিবার সকাল থেকে আবহাওয়ারও উন্নতি হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে। এবার তাপমাত্রার পারদও নামতে পারে, তবে জমজমাট শীত এখনই অনুভূত হবে না। আপাতত আবহাওয়া থাকবে মনোরমই, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, শনিবার থেকেই আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে, আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে কলকাতাতেও। সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে আকাশের দেখা মিলেছে, হিমেল পরশও অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন রাতের তাপমাত্রা থাকবে নীচের দিকে। তবে, এখনই জমাটি শীত অনুভূত হবে না দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায়। শীতের আমেজ অবশ্য ইতিমধ্যেই টের পাওয়া যাচ্ছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে।

শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

মুম্বইয়ের বান্দ্রায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ, কমবেশি আহত ৫ জন

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় একটি বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে কমবেশি আহত হয়েছেন ৫ জন। শনিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে। বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম জানিয়েছে, সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়, আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৫ জন দগ্ধ হয়েছেন, তাঁরা হলেন-নিখিল যোগেশ দাস (৫৩), রাজেশ রামজনম শর্মা (৩৮), অ্যান্টনি পল থেঙ্গেল

গগনযান ও আদিত্য-এল ১ মিশন মহাকাশ সেক্টরে ভারতের মানকে উন্নীত করার পাশাপাশি মানবজাতিকেও উপকৃত করবে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): গগনযান ও আদিত্য-এল ১ মিশন মহাকাশ সেক্টরে ভারতের মানকে উন্নীত করার পাশাপাশি মানবজাতিকেও উপকৃত করবে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার দিল্লির যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'এরোস্পেস এন্ড এভিয়েশন ইন-২০৪৭' আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এরোস্পেস সেক্টর প্রতিরক্ষা এবং পরিবহন উদ্দেশ্যে স্বাধীন প্রযুক্তির জন্য একটি রূপান্তরমূলক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন, এই সেক্টরে কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ডি-স্কিলিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে অ্যারো-প্রপালশনের ডিকার্বোনাইজেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা গ্রহণ করা দরকার। রাষ্ট্রপতি মুর্মু যোগ করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা মানুষের অস্তিত্বকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

সিঙ্গাপুরে সংক্ষিপ্ত সফরে রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার ইন্দোনেশিয়া থেকে ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে একটি সংক্ষিপ্ত সফর করেন। এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, সিঙ্গাপুরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ) মার্কারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ১০-নেশন আসিয়ান (অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস) এবং এর কিছু অংশীদারদের বৈঠকে যোগ দিতে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় দুই দিনের সফর করেন। ইন্দোনেশিয়া সফর শেষ করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশে ফেরার পথে ১৮ নভেম্বর সিঙ্গাপুরে একটি সংক্ষিপ্ত সফর করেন বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

বিহার থেকে মহিলা ও কন্যার গলাকাটা দেহ উদ্ধার

বক্সার, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : বিহারের বক্সার জেলায় এক মহিলা ও তার পাঁচ বছরের মেয়ের গলা কাটা দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে শনিবার পুলিশ জানিয়েছে। বক্সারের পুলিশ সুপার মনীশ কুমার এদিন জানিয়েছেন, বল্লাপুর গ্রামে তাদের বাড়ি থেকে দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। দেহগুলো পুলিশ জোড়ার পরে অনুমান করছে তাদের কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মৃতদের নাম অনিতা দেবী (২৯) ও তার মেয়ে সোনি কুমারী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বক্সার পুলিশ। ঘটনার আসল কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

এদিনি তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল থেকে কিছু বস্তু উদ্ধার করেছে। সেগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এসপি জানিয়েছেন, ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ নভেম্বর।। 'সরকারি বেসরকারি সমবায় অংশীদারিত্বকে শক্তিশালীকরণ' - এই ভাবনাকে সামনে রেখেই রাজ্যজুড়ে ৭০তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ শনিবার সমবায় দপ্তর এবং ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে খোয়াই জেলা ভিত্তিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রধান অতিথি ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিশেষ অতিথি বিধায়ক তথা ত্রিপুরা তপশিলি জাতি উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান পিনাকী দাস চৌধুরী সহ সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সমবায়ের পতাকা ও মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। বিশেষ করে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত করার মধ্য দিয়ে রাজ্যের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিকশিত করতে সমবায় কিভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে এবং এই সমবায়কে সার্বিক স্বার্থে আরো কিভাবে বিকশিত করা যায়, এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে এদিন।

বিশেষ করে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও কিভাবে সমবায়গুলো সাধারণ মানুষের অন্যতম ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে চলেছে সেই বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেই অধিকাংশ বক্তারা নিজের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

নিজের আলোচনায় উদ্বোধক রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে সমবায়ের প্রতি সাধারণ মানুষকে যেমন আরো বেশি আকৃষ্ট হওয়ার আবেদন রাখেন, ঠিক এর পাশাপাশি যারা সমবায়ের সাথে যুক্ত আছেন তাদেরও আরো বেশি করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আহ্বান রাখেন। প্রধান অতিথি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় দাবি করেন এই সময়ের মধ্যে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সমবায় গুলো নিজ নিজ মতো করে সমাজকে বিকশিত করার জন্য, নতুনভাবে পথ দেখানোর জন্য প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। এদিকে নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিশেষ অতিথি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেন ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সময় ছিল যখন অধিকাংশ সমবায় গুলো প্রায় অস্তিত্বহীনতার মধ্য দিয়ে চলছিল, তবে বর্তমান সময়ে সরকারের নীতি নির্দেশিকার সঠিক বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্যেক্স এবং সমবায় গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোটা রাজ্যকে বিশেষ দিশা দেখাচ্ছে বলে কল্যাণপুরে দাঁড়িয়ে দাবি করেন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি কল্যাণ নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান পিনাকী দাস চৌধুরী। পাশাপাশি শ্রী দাস চৌধুরী আশাবাদ প্রকাশ করেন আগামী দিনে সমবায় গুলোর সঠিক এবং কার্যকরী বিকাশের মধ্য দিয়ে সার্বিক অর্থনীতির বিকাশ সম্ভবপর হবে। মোট কথা বলা চলে, গোটা আলোচনা চক্রের মধ্য দিয়ে সমস্ত অংশের বক্তারাই এই সময়ের মধ্যে সমবায়ের ইতিবাচক ভূমিকার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করার পাশাপাশি আগামী দিনে যাতে করে সবাই সম্মিলিতভাবে এবং সচেতনভাবে প্যাক্স এবং সমবায় সমিতি গুলোকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন সেই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান রাখেন।

কাত্যায়নী

● আটের পাতার পর
মহাশক্তির একটি ভীষণা রূপ এবং ভদ্রকালী বা চণ্ডীর মতো যুদ্ধদেবী রূপে পূজিতা। দুর্গাবাড়ির পুরোহিত জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, দেবী কাত্যবংশীয় ঋষি কাত্যায়নের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে কাত্যায়নী নামে পরিচিতা হন। দ্বাপর যুগ থেকে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন ষষ্ঠী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখ সপ্তমী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুর্গাবাড়িতে পূজো দিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি রাজ্যবাসীর মঙ্গলআর্থে পুজো দিয়েছেন। তিনি মায়ের কাছে রাজ্যের প্রতি ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৯৪-এ চলে গেলেন বুধনী মেজান

পশ্চিম বর্ধমান, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার রাতে পাঞ্চেতের বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হল বুধনি মেঝানের। 'নেহরুর বউ' নামেই পরিচিত ছিলেন বেশি। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। স্মৃতিশক্তিও হারিয়েছিলেন। শনিবার সকালে পাঞ্চেতে তাঁর আবাসনে মৃতদেহ আনা হয়। তার পর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।১৯৫৯ সালে ৬ ডিসেম্বর ডিভিসির পাঞ্চেত জলাধারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনে এসেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। আর সেদিন আদিবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুধনি মেঝান। তাঁর হাত দিয়ে নেহরু পাঞ্চেত ড্যাম উদ্বোধন করিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানস্থলে ডিভিসির পক্ষ থেকে জওহরলাল নেহরুকে মালা পরিয়েছিলেন। নেহরুও বুধনিকে সম্মান জানাতে তাঁর গলার সেই মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। এর পরেই বুধনিকে পরিত্যাগ করে তাঁদের সমাজ।সমাজ 'নেহেরুর বউ' বলে উপেক্ষা করেন এবং সেই উপেক্ষার জন্য তাঁকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। আদিবাসী সমাজ থেকে কার্যত হারিয়ে যান তিনি। পরবর্তীকালে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বুধনিকে খুঁজে নিয়ে আসেন এবং আবার তাঁর চাকরি ফিরিয়ে দেন।

মিক জ্যাগারের গানের সুরেই তাঁকে শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): এক্স হ্যাণ্ডেলে মিক জ্যাগারের এক মন্তব্যের পর তাঁর গানের সুরে সুরেই বিশ্বখ্যাত রক শিল্পীর সঙ্গে শুভেচ্ছা-বিনিময় করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ষাটের দশক থেকে রক দুনিয়া মাতিয়ে আসছে রোলিং স্টোনস। সেই রোলিং স্টোনসের মিক জ্যাগার ভারতে ঘুরতে এসেছেন দীপাবলির মরশুমে। শুক্রবার একটি বাঁশবাগানের মধ্যে বসে গিটার বাজিয়ে গানের ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন মিক।রোলিং স্টোনসের বিখ্যাত অ্যালবাম হ্যাকনি ডায়মন্ডসের থেকে 'ড্রিমি স্কাইস' গান গাইছিলেন তিনি। ভিডিয়োটি শেয়ার করে ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মিক। হিন্দিতে লিখেছেন, "ধন্যবাদ ভারত। রোজকার কাজের থেকে দূরে, এখানে এসে আমার ভীষণ আনন্দ হল। আপনাদের সকলকে অনেক ভালবাসা রইল।"ভারতীয় সংস্কৃতি বলে, অতিথি দেব ভব। মিকের সেই টুইটের পর গানের সুরে সুরেই বিশ্বখ্যাত রক শিল্পীর সঙ্গে শুভেচ্ছা-বিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিজেপির বিক্ষোভের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার চিকিৎসককে মারধরে অভিযুক্ত

নদিয়া, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবারই নদিয়া জেলায় চাঁদার দাবিতে, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসককে মারধরের মতো গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। এরপরেই দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি। মূল অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেফতার করল শান্তিপুর থানার পুলিশ।গত রবিবার শান্তিপুর থেকে ফুলিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজে যোগ দিতে আসার সময় ফুলিয়া ঘোষ পাড়ায় চাঁদা আদায়কারীদের হাতে আক্রান্ত হন এক চিকিৎসক সুজন দাস। সেই ঘটনায় শান্তিপুর থানায় আক্রান্ত চিকিৎসক অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। শুক্রবার রাতে ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ফুলিয়া থেকে গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে রাণাঘাট আদালতে তোলা হয়।দোষীকে গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার বিক্ষোভ চলাকালীন, পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তেলিয়ামুড়ায়

● আটের পাতার পর
থেকে অংশ নেয়। উদ্বোধক এর বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরো পিতা রূপক সরকার বলেন যুব উৎসব হল আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যের মিলন উৎসব। তিনিযুবসমাজকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চায় আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে আহ্বান রাখেন। এছাড়া নেশা মুক্ত একটি সুস্থ সমাজ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে সকলের প্রতি আশা ব্যক্ত করে। বলা বাহুল্য জেলাভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ২৩ শে নভেম্বর এই চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্র তথা তেলিয়ামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ করা যায় যে, মহকুমা ভিত্তিক যুব উৎসব হলেও মহকুমার দুটি ব্লক মুঙ্গিয়াকামি এবং কল্যাণপুর থেকে কোন ব্লক প্রতিনিধি উৎসবে উপস্থিত হননি। তাছাড়া যাদের উদ্দেশ্যে যুব উৎসব তাদের সংখ্যায় ছিল হাতেগোনা কয়েক জন। ফলের মুখমা ভিত্তিক যুবতী ঘিরে উঠছে নানান প্রশ্ন।

রতন

● **প্রথম পাতার পর** স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য লোক নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বর্তমান সরকার গ্রাম, গরীব কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রথম থেকেই কাজ করে আসছে। ঘরে ঘরে রোজগারের উৎস সৃষ্টিতে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বাবলম্বী করার প্রয়াস নিয়েছে সরকার। রাজ্যে বর্তমানে ৫১ হাজারের উপর মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দল রয়েছে। যার সাথে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ৮ লক্ষ মহিলা। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮৫ হাজার মহিলা বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার উপর আয়ের মাধ্যমে লাখপতি দিদি হয়েছেন। তাছাড়াও সরকার জল জীবন মিশনে প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জল, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ প্রদান, স্বচ্ছ ভারত মিশনে শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবন ধারার পরিকাঠামো উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, নির্বাচন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ঊষাজেন মগ, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস, উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী সহ অতিথিগণ অফার প্রাপকদের হাতে অফার তুলে দেন।

ক্ষতিগ্রস্থ

● **প্রথম পাতার পর** ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে গার্ধাং এলাকা ও বেতাগা এলাকার কৃষকরা জানিয়েছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উনারা ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অপরদিকে যে সকল কৃষকরা টমেটো, ক্ষিরা থেকে শুরু করে নানান কৃষিজ সামগ্রী চাষ করেছেন তাঁরাও ক্ষতির সন্মুখিন হয়েছেন। তবে দেখা যায় এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটার পরেও বগাফা কৃষিদপ্তর নিশ্চুপ। বিগত দিনে এমন কোনো প্রকারের দুর্যোগ হলে সর্বপ্রথম কৃষকদের পাশে দাঁড়াত বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস।

বর্তমান সময়ে সুজিত কুমার দাসের বদলির ফলে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখিন হচ্ছে যার চিত্র ফুঁটে উঠলো। বর্তমান কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়কের দায়িত্বে থাকা রাজীব সেন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন বলে অভিযোগ কৃষকদের। বেতাগা এলাকায় কৃষকদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় কৃষি কাজে তত্বাবধায়ক রাজীব সেন কৃষকদের কোনোপ্রকার সহায়তা করেননি।

এসবিআই'র বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর** ভেরিফাই হয় সে ক্ষেত্রে যদি ব্যাংকের কোন কর্মী যুক্ত না থাকেন তাহলে এরকম করা সম্ভব না। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উনার কাছে সাত দিনের সময় চেয়েছেন এবং এই সময়ের মধ্যেই এই বিষয়ে কিছু একটা করা হবে বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তাহলে প্রতারিত মহিলা এবং উনার পরিবারের তরফ থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তেলিয়ামুড়া শাখার বিরুদ্ধে থানায় এফ.আই.আর করে আইনের দ্বারস্থ হবে বলেও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে, এই ঘটনা চাউর হতেই তেলিয়ামুড়া মহকুমার সচেতন মহল মনে করছে যে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তেলিয়ামুড়া শাখায় ঘটে যাওয়া এই ধরনের ঘটনা এই ব্যাংক গ্রাহকদের নিরাপত্তাহীনতার চিন্তায় ফেলে দিতে পারে।

পরীক্ষার মুখে সময় বার করে প্রতিমার চক্ষুদান করে চলেছে মৌপিয়া

হুগলি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): এক ধন্যি মেয়ের খোঁজ মিলল চন্দননগরে । তার নাম মৌপিয়া পাল। আগামী মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী ।তবে তার আরও একটি পরিচয় রয়েছে ।সে একজন শিল্পী। আর কয়েকদিন পরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় মেতে উঠবে চন্দননগরবাসী। পরীক্ষার প্রায় মুখে সময় বার করে সেই সব প্রতিমার চক্ষুদান করে চলেছে ১৬ বছরের মৌপিয়া।

ছোট প্রতিমা থেকে সুউচ্চ প্রতিমার অনায়াসেই চোখ আঁকছে এই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী স্কুলের দশম শ্রেণির এই ছাত্রীর ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে প্রতিমা তৈরির হাতে খড়ি। তাও বাবা মুক্তি পালের হাত ধরেই। চন্দননগরের ৪০ টি জগদ্ধাত্রী ঠাকুর তৈরি করেন তিনি। এমনকী ডাক পড়ে এলাহাবাদে দুর্গা প্রতিমা তৈরিতেও। সেই সঙ্গে চুঁচুড়ার বাড়িতে সব ধরনের প্রতিমা তৈরির কারখানাও রয়েছে মুক্তি পালের। বাবাকে ছোট থেকে মাটির কাজ দেখতে দেখতে বড় হওয়া মৌপিয়ার। আগে মূর্তি তৈরি করলেও লকডাউনের সময় খুব বিপদে পড়তে হয়। হাতে সময় ছিল কম, তার মধ্যে অনেক জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করতে হয়েছিল মুক্তি পালকে। একা সামলাতে পারছিলেন না তিনি। হিমশিম খাচ্ছিলেন প্রতিমা গড়তে গিয়ে। তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় মেয়ে। মৌপিয়া চোখ আঁকা শুরু করে প্রতিমা। সেই থেকেই বাবা গড়া জগদ্ধাত্রীর চক্ষুদান হয় এই কিশোরীর হাতে।

বাবার তৈরি ৪০টি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা মধ্যে দশটিতে চক্ষুদান করেছে মৌপিয়া একাই। একটা প্রতিমার চোখ আঁকতে সময় লাগে তার প্রায় দু'ঘণ্টা। কিছুদিন আগে মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে। তাই এ বছর সেভাবে প্রতিমার কাজ করতে পারেনি সে। তবে পুজো কমিটির অনুরোধ চোখ আঁকতে হবে মৌপিয়াকেই। তাই শিক্ষকদের কাছে সময় চেয়ে নিয়ে এই কটা দিন পড়াশুনার মাঝেই জগদ্ধাত্রীর চোখ আঁকা শুরু করেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

মেয়েকে এখন কলকাতার আর্ট কলেজে ভরতির স্বপ্ন দেখছে বাবা। একই স্বপ্ন মেয়েরও, ভবিষ্যতে শিল্পী হতে চায় মৌপিয়া। বলে, 'আমি ছোট থেকেই বাবাকে কাজে সাহায্য করি। লকডাউনের সময় থেকেই চোখ আঁকা শুরু করেছি। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই ঠাকুর তৈরির সঙ্গে যুক্ত আমি। বাবা মূর্তি তৈরি করে সেই সঙ্গে আমিও করি। ঠাকুরের চোখ আঁকতে ভালো লাগে আমার। তাই চোখ আঁকি। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হত, এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। পড়াশুনার মাঝেও আমি সময় বার করে এই কাজ করি। ভবিষ্যতে আর্ট কলেজে পড়তে চাই। বাবার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ভালো শিল্পী হতে চাই।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দীপাবলি প্রীতি সম্মেলন

কলকাতা ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পশ্চিম কলকাতার নবনির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটির দীপাবলি প্রীতি সম্মেলন গতকাল শুক্রবার শেষ হয়েছে। পথপ্রদর্শক মহাবীর বাজাজ দীপাবলির দিনে গণেশ লক্ষ্মীর পূজার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার সময় সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ভগবান রামের জীবনের উপর আলোকপাত করেছিলেন। বাজাজ বলেছেন, আমাদের ভগবান রামের থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত এবং সমাজকে সংগঠিত করার সংকল্প করা উচিত ।সভাপতি মহেন্দ্র কুমার শর্মা বলেছেন, আমরা প্রীতি সম্মেলনের মতো অনুষ্ঠান থেকে শক্তি পাই। গঙ্গাসাগর মেলা এবং রামমন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সফল করতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।নবনির্বাচিত মন্ত্রী ডঃ বিজয় হরভজনকা সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, রাম মন্দিরের উদ্বোধন আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান।পথপ্রদর্শক বুলাকিদাস মিমাণী ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশের কালী পূজা সম্পর্কে জানান। বরিষ্ঠ পথপ্রদর্শক রামগোপাল সুঙ্ঘা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পরিষদের সেবামূলক কাজে সহযোগিতার আবেদন জানান।অশোক কুমার দুবে তিনবার ওম ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন এবং মিসেস উষা পান্ডে "মেরে ঘর রাম আয়ে..." আবৃত্তি করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মানন্দ বঙ্গ, সুরজ প্রসাদ গুপ্তা, অশোক কুমার সিংহানিয়া, বিজয় শর্মা (পিপলওয়া), সজ্জন সিংগল, অ্যাডভোকেট প্রবীণ শর্মা, সজ্জন শর্মা, হরিশঙ্কর মরিজাওয়ালা, শরদচন্দ্র মন্ত্রী, সুমন তোশনিওয়াল, উষা বাঘেলা, কালুরাম আগরওয়াল, শৈলেশ পুলথিয়া, বাসুদেব কারওয়া, অজয় গুপ্তা, গোবিন্দ কোঠারি, সত্যপ্রকাশ রাই, নীতীশ সিং, সরিতা জয়সওয়াল, লিপি জৈন এবং গায়ত্রী বাজাজ সহ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সময়সীমা উত্তীর্ণ হলেও খোলা হয়নি সব মণ্ডপ, ক্ষুব্ধ মেয়রের হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): শারদোৎসব শেষ হয়েছে এক মাস হল। এক সপ্তাহ আগে শেষ হয়ে গিয়েছে কালীপুজো। এ বার সেই সব পুজোর মণ্ডপগুলি খোলা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। শনিবার এই সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের কড়া অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

প্রতি পুজোর আগেই পুলিশ-পুরসভার তরফে মণ্ডপ খোলার সময়সীমা জানানো হয় উদ্যোক্তাদের। অনেক সময়ই পুজোকর্তারা তা মানেন না। এতে একদিকে যাত্রীদের যাতায়তে সমস্যা হয়। মুস্কিলে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

ফিরহাদ বলেন, "দুর্গাপুজো ও কালীপুজো হয়ে গিয়েছে। আর তিন দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। মণ্ডপগুলি খুলে ফেলতে হবে। তা না হলে, ২১ তারিখের পর আমরা কড়া পদক্ষেপ নেব। যেখানে মণ্ডপ খোলা হবে না, সেখানেই আমরা বাঁশ বাজেয়াপ্ত করব।"সামনেই বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন (বিজিবিএস)। তাই মণ্ডপের ফলে তৈরি হওয়া রাস্তার যাবতীয় গর্ত মেরামত করতে চায় কলকাতা পুরসভা। সে কারণে মণ্ডপ খোলার কাজে গতি আনতে বলা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে জগদ্ধাত্রী ও ছট পুজোকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।মেয়র বলেছেন, "কেবল মাত্র জগদ্ধাত্রী পুজো ও ছট পুজোকে এই নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ, জগদ্ধাত্রী পুজো আগামী সপ্তাহে, আর ছটপুজোর জন্য কয়েক জায়গায় ছোট ছোট প্যান্ডেল করা হয়েছে। তাই এই ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা ছাড় দেব।"তবে দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর পর দীর্ঘ সময় ধরে অনেক পুজো কমিটি তাদের মণ্ডপ খোলার কাজ সারেনি বলেই অভিযোগ পেয়েছে কলকাতা পুরসভা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শনিবার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ।

পর্নোগ্রাফির জন্য চাপে মেয়ের আত্মহত্যা বিচার না পেয়ে আত্মঘাতী মাও

হুগলি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): শনিবার এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে কালনা থানার অন্তর্গত গুপ্তিপুর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় পরিবারের সদস্য এবং গ্রামবাসীদের। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। অবশেষে পুলিশ জোর করে দেহ উদ্ধার করে বলে অভিযোগ মৃতের পরিজনদের।মেয়েকে নিয়ে পর্নোগ্রাফি তৈরি করতে চেয়েছিল জামাই। রাজি না হওয়ায় চলত শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। সহ্য করতে না পেরে ৬ মাসে আগে আত্মঘাতী হয়েছিলেন মেয়ে। এতদিনেও সুবিচার না পেয়ে আত্মহত্যা করলেন মা প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়। পুলিশের বিরুদ্ধেও হয়রানির অভিযোগ তুলেছে পরিবার।মৃতার স্বামী সুশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, চলতি বছর জুন মাসে বাপেরবাড়ি এসে তাঁদের মেয়ে সুস্মিতা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে চরম পথ বেছে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।সুশঙ্করবাবুর দাবি, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর মেয়ের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। সুস্মিতাকে দিয়ে পর্নগ্রাফি করানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন তাঁর স্বামী সৌম্য চক্রবর্তী বলেও অভিযোগ।আদালতের রায় মেনে শুক্রবার গুপ্তিপাড়ায় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন প্রতিমাদেবীরা। মেয়েকে দেওয়া সমস্ত জিনিস উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেখানেও তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে বুলবুলিতলা ফাঁড়ির এক পুলিশকর্মীও তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে দাবি।এর পরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন প্রতিমাদেবী। শনিবার সকালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। এরপরই পুলিশ দেহ উদ্ধারে গেলে এলাকার বাসিন্দা এবং পরিবারের সঙ্গে পুলিশের বচসা বাঁধে।দেহটি ময়নাতদন্তের জন্যে কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হলেও শনিবার বিকেল চারটে পর্যন্ত পরিবারের তরফে কেউই সেখানে ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, খবর পেয়ে পুলিশ হাজির হয়েছিল। তদন্ত শুরু করেছে।

ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব পালিত যুবরাজনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ নভেম্বর।। বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় শনিবার ধর্মনগর মহকুমার যুবরাজনগর ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস বলেছেন, ভারত যুব সমাজের উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে ৭০ শতাংশ যুবসমাজ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যেভাবে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাতে সারা পৃথিবী এখন তাকিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের দিকে। আজকের যে ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন হলো এই উৎসবের মাধ্যমে এলাকার যুবকরা তাদের প্রতিভার জানান দেবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। যুবকরা যাতে সবধরনের সুবিধার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার জানান দিতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিনের এই যুব উৎসবে যুবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

শানু

● **প্রথম পাতার পর** বিভিন্ন দপ্তরের জন্য লোক নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে : রতননাথ
নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর : আগামী দিনে স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য লোক নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয় প্রাঙ্গণে ৩৭ জনকে অফার বিতরণ অনুষ্ঠানের একথা বলেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। উল্লেখ্য, আজকের এই অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং নির্বাচন দপ্তরের জন্য যথাক্রমে ২৯ জন ও ৮ জনকে এলডিসি পদে অফার প্রদান করা হয়েছে। আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফার প্রাপকদের তাদের অফারগুলি জমা করতে হবে।

এদিন শ্রী নাথ বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিদের চাকুরি দেওয়া হচ্ছে। জেআরবিটি, টেট, টিপিএসসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের ফলে রাজ্যের সাধারণ জনগণের জন্য সরকারি পরিষেবা প্রদান আরও সুচারুরূপে করা সম্ভব হবে।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী দিনে স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য লোক নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বর্তমান সরকার গ্রাম, গরীব কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রথম থেকেই কাজ করে আসছে। ঘরে ঘরে রোজগারের উৎস সৃষ্টিতে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বাবলম্বী করার প্রয়াস নিয়েছে সরকার। রাজ্যে বর্তমানে ৫১ হাজারের উপর মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দল রয়েছে। যার সাথে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ৮ লক্ষ মহিলা। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮৫ হাজার মহিলা বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার উপর আয়ের মাধ্যমে লাখপতি দিদি হয়েছেন। তাছাড়াও সরকার জল জীবন মিশনে প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জল, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ প্রদান, স্বচ্ছ ভারত মিশনে শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবন ধারার পরিকাঠামো উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে বলে জানান তিনি।

AFFIDAVIT

I Jaya Rani Das (Debnath) W/O Nihar Ranjan Debnath, P.O: Indranagar, Ananda Bhavan ITI Road, Near Indranagar High School P.S- New Capital Complex, Agartala Tripura (W) আমার কিছু Official প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে Jaya Rani Das এবং কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে Jaya Rani Das (Debnath) লেখা রয়েছে।
গত 14/11/2023 .ইং তারিখে আগরতলা নোটারী পাবলিক Affidavti মূলে Regd No- 10089 of 137 No এ Jaya Rani Das (Debnath) পরিচিত হইলাম। Jaya Rani Das এবং Jaya Rani Das (Debnath) একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত পাইলাম।

S/d
Jaya Rani Das (Debnath)

াঙ্গন

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল খেলতে রাজ্যদল ব্যাঙ্গালোরের পথে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। মিধিলি অনেকটা স্থিমিত। অন্ততপক্ষে ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে। শুক্রবার রাতের পূর্বাভাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ফুটবল দলের উপর। কার্যত ট্রেন যাত্রায় অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভোর সাড়ে পাঁচটার পরিবর্তে রাত সাড়ে আটটায় রেল যাত্রা শুরু করতে হয়েছে। জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ত্রিপুরা দল এখন ব্যাঙ্গালোরের পথে। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে আসর। উদ্বোধনী দিনে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ স্বাগতিক কর্ণাটক। ২৫ নভেম্বর সিকিম, ২৭ নভেম্বর আসাম, ৩০ নভেম্বর ছত্তিশগড় এবং ২ ডিসেম্বর ত্রিপুরার শেষ প্রতিপক্ষ কেরালা। ওই আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২২ সদস্যের ত্রিপুরা দল আজ, শনিবার রাত সাড়ে আটটায় রেলপথে রওনা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রেল শিডিউলে পরিবর্তনের কারণে ১৫ ঘণ্টা পর রাজ্য দলকে রওয়ানা হতে হয়েছে। উল্লেখ্য, আসরে শক্তিশালী গ্রুপে খেলবে ত্রিপুরা। একঝাঁক সদ্য সিনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে কতটা সাফল্য পাওয়া যাবে তা নিয়ে সন্দিহান খোদ কোচ সুজিৎ ঘোষ। তবে তিনি বিশ্বাস করেন মেয়েরা শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করবে। শুক্রবার সকালে রাজ্য দলের মেয়েরা শেষ প্রস্তুতি নিয়েছে। রাজ্য সংস্থার কর্তারাও বিশ্বাস করেন লড়াই করবে ত্রিপুরার মেয়েরা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরীও রাজ্য দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো: রিঙ্কি খাতুন, ত্রিসা দেবনাথ, সীমা দেববর্মা, রতিকা রিয়াং, প্রীথা ত্রিপুরা, উমা রাণী জমাতিয়া, সোনিয়া সিনহা, অম্লাবতি রিয়াং, অঞ্জনা ত্রিপুরা, সম্পীলি জমাতিয়া, অঞ্জলী দেববর্মা, মারিণা জমাতিয়া, ধনিতা রিয়াং, প্রীতি জমাতিয়া, শাকচাওতি রিয়াং, শ্রীয়া দেব, মৌসুমী ওরাং, বিনাতা সিনহা, বাসন্তি রিয়াং, নীশা জমাতিয়া, স্নেহা দেবনাথ এবং প্রীয়া জমাতিয়া। কোচ: সুজিত ঘোষ, ম্যানেজার: মণি কর্মকার।

প্রথমবার শহরে মিস্টার ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং সম্পন্ন, ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে খ্যাতনামা বডিবিল্ডিং বিচারক মন্ডলী সরাসরি প্রতিযোগিতা মঞ্চে চলে এলেন। শুক্রবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে রি-শিডিউল বিমানে একটু অসুবিধা হলেও আয়োজকদের প্রথমবারের মতো মিস্টার ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং আসরের আয়োজন ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্ণ। প্রথমবারের মতো রাজ্যে অনুষ্ঠিত এই 'মিস্টার ত্রিপুরা' বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ত্রিপুরা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন। আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে আজ, শনিবার প্রথমবারের মতো মিস্টার ত্রিপুরা ২০২৩ বডিবিল্ডিং এন্ড ম্যান ফিজিকস চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনে যেন তারকাদের হাট বসেছিল। এই চ্যাম্পিয়নশিপে বহি:রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক বিচারকের একটি দল এসেছেন। পাশাপাশি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুজন আন্তর্জাতিক পুরুষ বডি বিল্ডার আরমবাম ববি সিং ও জগন্নাথ খুন্তিয়া এবং একজন আন্তর্জাতিক মহিলা বডিবিল্ডার সবিতা বানিয়া। বিমান বিলম্বের কারণে একটু দেরিতে হলেও আন্তর্জাতিক জাজ টিমে তাশী অঙ্গমো লেপচা, নেপরাম কিষান সিং ও ভবজ্যোতি গোস্বামী এবং পেমা ওয়াঙ্গেল দর্জি ভুটিয়া প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরা পুলিশের এসপি ড় কিরন কুমার কে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের চেয়ারম্যান নবেন্দু ভট্টাচার্য, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, দপ্তরের উপ-অথিকর্তা তথা অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলেট প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। প্রতিযোগিতা মূলতঃ পুরুষ বিভাগের অনুষ্ঠিত হলেও মেয়েদের বিভাগের ক্ষেত্রে হয়েছে প্রদর্শনী মূলক। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে সভাপতি তনয় কুমার দাস ও সচিব সাঙ্কি সাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনূর্ধ-১৫ গার্লস ক্রিকেটের ১ম ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের কাছে আত্মসমর্পন ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। পরাজয় দিয়ে আসর শুরু করলো ত্রিপুরা। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পন করলো ত্রিপুরা। পরাজিত হয় ৬ উইকেটে। অনূর্ধ-১৫ বালিকাদের অনূর্ধ-১৫ জাতীয় ক্রিকেটে। ভিলাই-এর সেক্টর ১০ বি এস পি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেই জয় পায় মধ্যপ্রদেশ। রবিবার ত্রিপুরা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। একঝাঁক নবাগত ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া ত্রিপুরা দল কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারবে মধ্যপ্রদেশকে। তা দেখার ছিলো। কিন্তু ব্যাটসম্যানরা তেমন কিছুই করে দেখাতে পাকরেনি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ত্রিপুরা নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৫ রান করতে সক্ষম হয়। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ২০ রান না পেতো তাহলে ত্রিপুরার স্কোর সম্ভবত ৪০ রানের গন্ডি পার হতো না। ত্রিপুরার পক্ষে ইন্দ্র বরুয়া ৩২ বল খেলে ৮ এবং অমৃতা দাস ৪২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭ রান করে। মধ্যপ্রদেশের পক্ষে ভর্তিকা ঠাকুর ১১ রান দিয়ে ৪ টি এবং সিমরণ ভর্মা ৬ রান দিয়ে ২ উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে মধ্যপ্রদেশ ১৬।৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়। ত্রিপুরার রেবিকা নোয়াতিয়া ছাড়া কোনও বোলার মধ্যপ্রদেশের ব্যাটসম্যানদের তেমন বোকা বানাতে পারেনি। মধ্যপ্রদেশের পক্ষে বৈভবী খামারিয়া ৩৬ বল খেলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, সুদীতি বশিষ্ঠ ২৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে১৫ এবং খাইতা জৈন ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ (অপ:) রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে রেবিকা নোয়াতিয়া ১৫ রানে ৩ টি এবং দলনায়িকা পারমিতা চক্রবর্তী ১২ রানে ১ টি উইকেট দখল করে।

PNIT NO: e-PT-XII/EE/RD/GNT/2023-24 DATED -10/11/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Gonda Twisa Division, Gonda Twisa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 23/11/2023 for (1) Construction of Ground Floor for Elementary Level School at Bru Settlement Camp, Ultacherra (2) Construction of RCC Foot bridge over Kalajhari Twisa at Ajudya Para under Kalajhari VC under R.D. Gonda Twisa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 7628098145 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

[Er.D. Debbarma]
Executive Engineer
R.D. Gonda Twisa Division

ICA/C-3166/23

SHORT QUOTATION

Sealed quotation is hereby invited to quote the rates both in figures and words in plain papers for supply of the following items as per specification as below under West Tripura District upto 3.00 P.M. of 27 November, 2023 (office hours and days only) fromeize interested local authorized dealers etc.

Quotation should be submitted in the office chamber of the undersigned on or before 27 November, 2023 at 3 P.M. and it will be opened on the same day at 4 PM if possible in presence of the bidders or his/her representatives, if remain present.

Sl	Name of item	Quantity	Remarks
1.	Computer Set (HP Brand)	10 (ten) Nos.	Attested copy of valid Dealer Registration Cetificate, Trade License, Pen Card, PTC/STCC/ GST clearance
2.	Printer Machine (HP Brand)	01 (one) No.	

The undersigned preserved the rights to alter any portion of terms and condition and also cancel the same without assigning any reason at any time.

ICA/C-3156/23

Nodal Office
(Sub-Divisional Magistrate)
Sadar West Tripura

PRESS NOTICE-INVITING e-TENDER NO: 19/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24, Dated:-15-11-2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 29-11-2023 for the following works:-

1. DNIT NO:- 45/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.
2. DNIT NO:- 46/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.
3. DNIT NO:- 47/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 7005353321 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3153/23

Executive Engineer
Medical College Division,
PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala.

জম্মু-কাশ্মীরে জাতীয় স্কুল জুডোতে তানিয়া-র স্বর্ণপদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। স্বর্ণ পদক জয় করলো ত্রিপুরার তানিয়া দাস। অনূর্ধ-১৪ বালিকাদের জুডো প্রতিযোগিতায়। জম্মু-কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় স্কুল জুডো প্রতিযোগিতায়। তাতে পর্যাপ্ত প্রাধান্য দেখিয়ে শনিবার স্বর্ণ পদক জয় করে উদয়পুরের ভগিণী নিবেদিতা জুডো সেন্টারে প্রশিক্ষণরত ওই জুডোকারটি।

উদয়পুরের ভগিণী নিবেদিতা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়ার জুডোতে হাতেখড়ি মাত্র আড়াই বছর আগে। ওই সময়ে সেন্টারের কোচ তথা সহকারি ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীলের হাত ধরে।

রাজ্য এবং জাতীয় আসরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার পর মাত্র দেড় মাস আগে ভূপালে এন সি ও-তে ভর্তি হয় সে।

উত্তম এবং অনিমা সরকার দাসের মেয়ে আসরে ৪৪ কে জি বিভাগে প্রথমে পাঞ্জাবের জুডোকারকে ১৫ সেকেন্ডে পরাজিত করার পর হরিয়ানার জুডোকারের বিরুদ্ধে মাত্র ৫ সেকেন্ডে জয় পায়। সেমিফাইনালে দিল্লির জুডোকারের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর ফাইনালে চন্ডিগড়ের জুডোকারকে পরাজিত করে ত্রিপুরার পক্ষে স্বর্ণপদক জয় করে। তানিয়ার পারফরম্যান্সে খুশি প্রাক্তন কোচ মিহির শীল।

বলেন,'তানিয়া লম্বা রেসের ঘোড়া। আগামীদিনে রাজ্যকে আরও পদক এনে দেবে। এবং একদিন দেশের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করবেই'।

কোচ বিহার ট্রফি : ছত্তিশগড়ে দুরমুশ ত্রিপুরা নিশ্চিত ফলোয়নের সম্মুখীন

ছত্তিশগড়-৪৯১/৬ ত্রিপুরা- ৬৬/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ফলোয়নের মুখে ত্রিপুরা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ৪ দিনের ম্যাচ হবে ৩ দিনেই। একদিবসীয় আসরের পর ৪ দিনের ম্যাচেও ব্যর্থ ব্যাটসম্যান-রা। যে উইকেটে ছত্তিশগড়ের ব্যাটসম্যান-রা দাপট দেখালেন সেই উইকেটেই কার্যত লুটিয়ে পড়লেন ত্রিপুরার তথাকথিত নামিদামী ব্যাটসম্যান-রা। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। ছত্তিশগড়ের সেক্টর ১৬ ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্বাগতিক দলের গড়া ৪৯১ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৬ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৬ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে ৪২৫ রানে। প্রথম দিনের ৫ উইকেটে ২৫৭ রান নিয়ে খেলতে নেমে শনিবার শুরু থেকেই মারমুখি মেজাজে ছিলেন তজভীর। ত্রিপুরার বোলারদের তেমন তোয়াক্কা না করে দ্রুত স্কোরবোর্ড সচল রাখার দিকে নজর দেন দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান তজভীর এবং বলরাজ সিং। ষষ্ঠ উইকেটে ৩২৫ বল খেলে ২৫৩ রান যোগ করে দলের স্কোরকে মজবুল করে দেয়। তজভীর ১৪৮ বল খেলে ২৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫৩ রান করে বিশাল সিনহার তৃতীয় শিকার হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নিযুঙ্ক বিরলাকে সঙ্গে নিয়ে মরশুমের প্রথম ম্যাচে দ্বিশতরান করার গৌরব অর্জন করেন বলরাজ। ওই রান করতে ৪৪৫ বল খেলে ৩৩ বার সীমানার বাইরে বল পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ছত্তিশগড় ১৩৯.৩ ওভার ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে। ত্রিপুরার পক্ষে বিশাল সিনহা ৫৭ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা উইকেট হারিয়ে রান করে। ওপেনিং জুটিতে দলনায়ক দ্বীপজয় দেব এবং দেবাংশু দত্ত ৩৩ রান যোগ করেন। দ্বীপজয় ৩৩ বল খেলে ৪ রান করেন। দলীয় ৪২ রানের মাথায় প্যাভেলিয়নে ফিরেন দেবাংশু দত্ত। আউট হওয়ার আগে ৪৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করেন। এরপর ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে ত্রিপুরা। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩৮ ওভার ব্যাট করে ত্রিপুরা ৬ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৬ রান করতে সক্ষম হয়। প্রীতম দাস ৫৯ বল খেলে ৭ রানে এবং অভিক পাল ১০ বল খেলে ২ রানে অপরাজিত থেকে যান। ছত্তিশগড়ের পক্ষে নিখিল ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট দখল করে। ত্রিপুরা এখনও ৪২৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

গুয়াহাটিতে স্কুল রেটিং দাবায় অনূর্ধ-৯ গ্রুপে আরাধ্যা চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। সেরা হলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। অনূর্ধ-৯ বিভাগে। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ফিডে রেটিং আন্ত: স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায়। ৯ রাউন্ডের আসর শেষ হয় শনিবার। তাতে ৬ পয়েন্ট পেয়ে অনূর্ধ-৯ বিভাগে সেরার সম্মান পায় শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রীটি। পুরস্কার স্বরূপ সুদৃশ্য ট্রফি সহ ৩ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার পায় অনুজ এবং অঞ্জু রাণী-র একমাত্র মেয়েটি। আসরে ৪২ তম স্থান পায় আরাধ্যা। ৯ করাউন্ডের আসরে ৬ টি ম্যাচে জয় পায় সে। তবে আরও একটি ম্যাচে জয় পেতে পারলে প্রথম ১০ জনে স্থান করে নিতে পারতো। এনিয়ে দু:খ প্রকাশ করলো সে। তবে আসর থেকে রেটিং বাড়ছে আরাধ্যা-র। এবারের আসরের অভিজ্ঞতা আগামীদিনে আরোভালো খেলতে সাহায্য করবে বলে মনে করছে রাজ্যের ওই প্রতিভাবান দাবাড়ুটি।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ত্রিপুরা
SVEEP
ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচী, ২০২৪
আপনার আবেদনপত্র বাছুন
ফর্ম ৬ | ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলার জন্য
ফর্ম ৮ | বাসস্থান পরিবর্তন/ভোটার কার্ড পরিবর্তন/তথ্য সংশোধন/প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য
ফর্ম ৭ | নাম বিয়োজন/প্রস্তাবিত অর্ন্তভূক্তির বিপক্ষে আপত্তির জন্য
ফর্ম ৬বি | ভোটার কার্ডের সাথে আধার সংযুক্তিকরনের জন্য
শুরু : ১লা নভেম্বর, ২০২৩ (বুধবার)
শেষ : ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩ (মঙ্গলবার)
বিশেষ প্রচারের দিন : শনিবার ও রবিবার
০৪ঠা ও ০৫ম নভেম্বর, ২০২৩
১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩
ICA/D-1290/23
পূরণ করা ফর্ম নিজের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে B.L.O. র কাছে জমা করুন অথবা অনলাইনে ফর্ম জমা দিতে লগইন করুন voterportal.eci.gov.in অথবা ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ।

Voter HelplineApp
কোনও ভোটারই যেন বাদ না পড়ে
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ত্রিপুরা
বিশদে জানতে, কল করুন টোল ফ্রি নম্বরে : ১৯৫০
www.ceotripura.nic.in I Follow us on : ceotripura ceotripura ceotripuras23 @ceotripura2023

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সরকারের সুযোগ সুবিধা অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোই লক্ষ্য ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে শনিবার পুর নিগমের কনফারেন্স হল---এ বিকাশ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচনা হয়েছে ১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা সম্পর্কে। পাশাপাশি প্রতি ঘর

নিগমে বিকাশসভা

সুশাসন ২.০ নিয়েও আলোচনা হয়েছে আজকের সভায়।মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে—সব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি পুর নিগমের কর্পোরেটরদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আগরতলার মেয়র বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ—সুবিধা সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো পুর নিগমের একমাত্র উদ্দেশ্য। আগামী দিনগুলিতে এ ধরনের সভা সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মেয়র।

তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।।আজ তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় রাজ্য ভিত্তিক রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে গোর্খাবস্তিস্থিত তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরে। এদিনের এই বৈঠকে মন্ত্রী সুধাংশু দাস দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূলত দপ্তরের কাজের খতিয়ান নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।
বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, মূলত তপশিলি জাতির কল্যানে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে, সেগুলি কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সহ রাজ্যে তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরের সার্বিক রিপোর্ট নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। প্রথম রিভিউ মিটিং- এ যেসকল কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি কতটুকু সম্পূর্ণ হয়েছা, কি কি সমস্যা রয়েছে এবং এর প্রতিকার নিয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে।
এছাড়াও তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু পূরণ হয়েছে সেই বিষয়েও এদিন আলোচনা করা হয়েছে সভায়, এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এদিনের বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা ও রাজ্যস্তরের দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা।

কল্যাণপুরে প্রাক্তন বিধায়ক কাজল দাসের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৮ নভেম্বর।। অবাম রাজনীতির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের যে কয়েকজন নেতৃত্বের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হতে পারে তাদের মধ্যে একজন অন্যতম কল্যাণপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেস নেতা কাজল চন্দ্র দাস। দুই বারের বিধায়ক এলাকার মানুষের কাছে প্রকৃত জননেতা হিসেবে পরিচিতি প্রাপ্ত কাজল চন্দ্র দাসের আজ দশম মৃত্যুবার্ষিকী।প্রতি বছরের মত আজও কল্যাণপুরের ব্লক কংগ্রেস ভবনে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা কাজল চন্দ্র দাসকে স্মরণ করলো হাতেগোনা কয়েকজন কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থক।যথারীতি দুইবারের বিধায়কের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন কংগ্রেস নেতা কার্তিক দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় কার্তিক দেবনাথের দাবি হচ্ছে শুধু কল্যাণপুর না, তদানীন্তন সময়ে অবিভক্ত খোয়াই মহকুমাতে অবাম রাজনীতির ক্ষেত্রকে উর্বর করার প্রশ্নে কাজল চন্দ্র দাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আজকের দিনে প্রয়াত কংগ্রেস নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে আগামী দিনে প্রয়াত নেতার আদর্শকে অনুসরণ করার জন্য প্রতিটা কংগ্রেস কর্মীর প্রতি আহ্বান রাখেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষকে সংগঠিত করার প্রশ্নে কিভাবে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করতে হয় তার অন্যতম নজীর স্থাপন করেছিলেন কাজল চন্দ্র দাস। প্রথম অবস্থায় ১৯৯৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে (নৌকা প্রতীকে) তদানীন্তন সময়ের হেভিওয়েট বাম প্রার্থী মাখনলাল চক্রবর্তীকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন কাজল চন্দ্র দাস। এর পরবর্তী সময়ে ২০০৩ সালে নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএমের তরুণ প্রার্থী মনিন্দ্র চন্দ্র দাস কে পরাজিত করেছিলেন কাজল চন্দ্র দাস।এর পরবর্তী সময়ে ২০০৮ এবং ২০১৩ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়ের মুখ দেখতে পারেননি জনদরদী এই কংগ্রেস নেতৃত্ব, তবে জীবদ্দশায় কাজল চন্দ্র দাস গোটা কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অবাম রাজনীতির সমর্থক সহ একটা বিরাট অংশের সাধারণ মানুষের ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন।

পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নিগমের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দিলেন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিনিধিরা।শনিবার পুর নিগমের অফিসের সামনে প্রথমে সংগঠনের নারীনেত্রীরা বিক্ষোভ দেখান। তার পর কমিশনারের অফিসে গিয়ে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন। যে সব দাবির ভিত্তিতে এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে, টুয়েপ প্রকল্পে বছরে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে এই প্রকল্পে শ্রমিকদের মজুরি ৩৪০ টাকা করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ভাতা নিয়মিত প্রদান করা এবং সামাজিক ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী নেত্রীদের বক্তব্য, টুয়েপের কাজ নিয়মিত করা হচ্ছে না। তাতে আর্থিক ভাবে শ্রমিকরা নানা সমস্যায় পড়ছেন। একই অবস্থা সামাজিক ভাতা প্রাপকদেরও। অনেকেই নিয়মিত ভাতা পান না। তাছাড়া, অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদেরকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।অবিলম্বে এ—সব দাবি পূরণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিনিধিরা।

উদ্বোধন হল পুলিশ কল্যাণ ভান্ডারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ নভেম্বর।। আজ সকালে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অফিসের প্রাঙ্গণে পুলিশ কল্যাণ ভান্ডারের উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের এডিজিপি অনুরাগ। পুলিশ কল্যাণ ভান্ডারের উদ্বোধনের ফলে পুলিশ কর্মীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের সার্বিক জিনিসপত্র বাজারের তুলনায় বেশ সস্তা দামে পাওয়া যাবে।
আজ সকালে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অফিসের প্রাঙ্গণে পুলিশ কল্যাণ ভান্ডারের উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের এডিজিপি অনুরাগ। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা শাসক তথা সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন। ওই পুলিশ কল্যাণ ভান্ডারের উদ্বোধনের ফলে পুলিশ কর্মীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের সার্বিক জিনিসপত্র বাজারের তুলনায় বেশ সস্তা দামে পাওয়া যাবে। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যে লিখিত মূল্য রয়েছে তার চেয়ে কম দামে সাধারণ পুলিশ কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীরা জিনিস পেয়ে থাকবে।
এডিজিপি অনুরাগ বলেন , যেভাবে জনসংখ্যা এবং যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দুর্ঘটনা জনিত ঘটনায় মৃত্যু হওয়াটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বেশিরভাগ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত যাদের বয়স তাদের। এই বয়সের একজনের মৃত্যু কখনো কখনো কোন কোন পরিবারকে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। মৃত্যুর পাশাপাশি সেই লোকটি যদি পরিবারের আয়ের মুখ্য হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ পরিবারটি বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই দুর্ঘটনায় মৃত্যু কি করে এড়ানো যায় তা নিয়ে সবার ভাবা উচিত। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীরা তাদের অভিজ্ঞতা বর্তমান ট্রাফিকের কাজে লাগানো দরকার।
এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার আহ্বানে সবাইকে সচেতন হয়ে নেশার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শুধুমাত্র পুলিশ কর্মীদের দ্বারা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব নয় যদি না সাধারণ মানুষ সচেতন না হয়। সাধারণ মানুষ নেশার বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে গেলে পুলিশের কাজটা অনেকটা মসৃণ হয়ে যাবে।

আগরতলায় দূর্গা বাড়িতে কাত্যায়নী পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। প্রত্যেক বছরই নিয়ম মেনে অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখ কাত্যায়নী পূজা হয়ে থাকে। রাজ আমল থেকে প্রত্যেক বছরই আগরতলায় দুর্গাবাড়িতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আজ দুর্গাবাড়িতে কাত্যায়নী পূজো দিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।
উল্লেখ, কাত্যায়নী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিশেষ রূপ এবং মহাশক্তির অংশবিশেষ।নবদুর্গা নামে পরিচিত দুর্গার নয়টি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে ষষ্ঠ রূপে পূজিত হন। শাক্তধর্ম মতে, তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা ও গার্হস্থ্য হিংসায় বাড়ি ছাড়া বধূ, দ্বারস্থ নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৮ নভেম্বর।। নেশায় আসক্ত হয়ে গার্হস্থ্য হিংসার চরম পরিণতিতে বধূর উপর নিত্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। অসহ্য নির্যাতনের চরম পরিণতিতে গৃহবধূ আশ্রয় নিলেন বাবার বাড়ি। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির আশায় দ্বারস্থ হলেন নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের। ঘটনা ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা মহকুমায়। প্রায় বারো বছর আগে গন্ডাতুইসা মহকুমার অন্তর্গত সরমা এলাকার গোপা ভৌমিকের সঙ্গে সামাজিক রীতি মেনে একই মহকুমার ষাটকার্ডের বাসিন্দা সঞ্জিত দাসের বিয়ে হয়। বিয়ের দুই বছর পর তাদের সংসারে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান। গোপার অভিযোগ, পুত্র সন্তান জন্ম নেওয়ার কয়েক মাস পরই স্বামী সঞ্জিত দাস নেশা করতে শুরু করে। প্রায় প্রতি রাতে নানা অজুহাতে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করত বলে গোপা অভিযোগ করেন স্বামী সঞ্জিত দাসের বিরুদ্ধে। স্বামী সঞ্জীতের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রায় আট মাস আগে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেয় গৃহবধূ গোপা। গোপা এবং স্বামী সঞ্জীতের সাংসারিক অশান্তির সুষ্ঠু তদন্ত করে সুবিচার পাওয়ার আশায় শনিবার মহকুমার ডুম্বুরনগর আই সি ডি এস প্রকল্প আধিকারিক বা সিডিপিও -র দ্বারস্থ হন গৃহবধূ গোপা দাস। গৃহবধূ গোপাদেবী পুরো ঘটনা লিখিতভাবে সিডিপিও মিহিরচন্দ্র ভৌমিককে অবগত করেন। সিডিপিও লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করেন এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে নির্যাতিতা গৃহবধূকে আশ্বাস দেন।

অবৈজ্ঞানিকভাবে জাতীয় সড়ক নির্মাণ, খেসারত দিচ্ছেন বিলোনিয়াবাসী, জল থইথই বাড়িঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ নভেম্বর।। অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণকারী সংস্থা জাতীয় সড়ক নির্মাণ করছে আর খেসারত দিচ্ছেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার জনগণ। দু—দিনের অকাল বর্ষণে বাড়ি—ঘরে জল ঢুকে যাওয়ায় নাজেহাল জনগণ। জল বেরনোর কোনও পন্থা নেই। বাড়ি ঘরে ঢুকছে জল।
উল্লেখ্য, ছয় বছর আগে বিলোনিয়া ভায়া জোলাইবাড়ি পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করে বহিঃ রাজ্যের নির্মাণকারী সংস্থা সতীশ প্রসাদ কোম্পানি। এই কাজ নিয়ে নির্মাণকারী সংস্থা সতীশ প্রসাদ কোম্পানির সাথে বহু বিতর্কের দানা বাঁধে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী থেকে শুরু করে যানবাহন মালিকদের মধ্যে। বিভিন্ন সময় পথ অবরোধ থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাস্তা সহ কালভার্ট নির্মাণ নিয়ে।সংশ্লিষ্ট এলকার জনগণ বার বার অভিযোগ তুলেছেন, নিম্নমানের কাজের পাশাপাশি রাস্তার কালভার্ট অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। যার ফলে বাড়িঘরের জল এই কালভার্ট দিয়ে যাবে না উপরন্তু বাড়ি ঘরে জল জমে গিয়ে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হবে। এক দিকে এই নির্মাণকারী সংস্থা কৃষকের জমি যেমন নষ্ট করে দিয়েছে তেমনি জাতীয় সড়কের আশপাশের পুকুর জমি ভরাট করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কে শুনে কার কথা।গত দুদিনের অকাল বর্ষণে, ক্ষতিগ্রস্ত খোদ বিলোনিয়া পুর পরিষদের কালিনগর এলাকা। জলমগ্ন এলাকাবাসীর বাড়িঘর। জল বেরনোর কোনও পথ নেই। যার ফলে এলাকার জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অবৈজ্ঞানিকভাবে জাতীয় সড়কের রাস্তার কালভার্ট নির্মাণকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী। যার ফলে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকা।নির্মাণকারী সংস্থা সতীশ প্রসাদ কোম্পানির কাজকর্ম দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেও আখ্যায়িত করেছেন তাঁরা।অতিসত্বর যদি এর বিহিত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তা---হলে এলাকার লোকজন রাস্তায় আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

১১ দফা দাবিতে কৃষি উপঅধিকর্তার কাছে কৃষক সভার ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া , ১৮ নভেম্বর।। সারা ভারত কৃষক সভা বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি শনিবার বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটে কৃষি, উদ্যান ভূমি সংরক্ষন দপ্তরের উপ অধিকর্তার নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। এদিন বেলা তিনটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে জনৈক কৃষক নেতা জানান, এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে এইদিনের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে অকাল বর্ষণে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সে বিষয়ের উপরে আজকের এই ডেপুটেশন বলে জানান কৃষক সভার নেতৃত্বরা। ডেপুটেশনে উল্লেখিত এগারো দফা দাবিগুলো হল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরনের ব্যাবসা করতে হবে,বিএলডব্লিও স্টোরের মাধ্যমে কৃষক দের পর্যাপ্ত পরিমাণে সার, ঔষধ,বীজ সরবরাহ করতে হবে, ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে,ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সরবরাহ করতে হবে, খোলা বাজারে সারের অস্বাভাবিক মূল্য নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, ডেপুটেশন শেষে কৃষক নেতৃত্বরা বলেন কৃষি দপ্তরের উপ অধিকর্তা তাদের দাবি গুলোর সাথে সহমত পোষণ করে এবং দাবি গুলো নিয়ে তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন বলে জানান। কৃষক সভার উদ্যোগে এগার দফা দাবি গুলো নিয়ে চারজনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, কৃষক সভার মহকুমা সহ সভাপতি বিকাশ পাল, কৃষক সভার শহরাঞ্চল সভাপতি সুভাষ দত্ত সহ কৃষক সভার অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বিধায়কের জন্মদিনে বস্ত্র বিতরণ ও আহারের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৮ নভেম্বর।। জন্মদিনে সাফাই কর্মী ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ ও আহারের ব্যবস্থা করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কুমারঘাট এর বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। পঞ্চাশে পা দিয়েছেন আজ বিধায়ক।
জন্মদিন উপলক্ষে এদিন তিনি শিব মন্দিরে ধর্মীয় পূজা অর্চনায় সামিল হয়েছেন।
কুমারঘাট এর প্রাচীন শিবমন্দিরে যজ্ঞ করে জন্মদিনের আশীর্বাদ নিয়েছেন পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।
নিজের এই বিশেষ দিনে দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকার জন্য হাত বাড়িয়েছেন এদিন বিধায়ক। ৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুমারঘাট পুরাতন শিবমন্দিরে এদিন এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। সেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কুমারঘাট এর বৃদ্ধসহ দুঃস্থ মানুষ এবং সাফাই কর্মীদের আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করেছেন তিনি।
এছাড়াও কুমারঘাট এর দুইটি অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন তিনি। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০জনকে শীতবস্ত্র প্রদান করেন। রাজ্যের মানুষের কল্যাণে যাতে সব সময় দাঁড়াতে পারেন এই আশীর্বাদ চান প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস ।

বাইক ও বাই সাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ নভেম্বর।। কৈলাসহর সাইফোন রোড এলাকায় বাইক ও বাই সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বাইসাইকেল আরোহী। বর্তমানে সে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ফুলবাড়িকান্দি এলাকার বাসিন্দা মুক্তাদীর আলী(৫০) নামে এক ব্যক্তি উনার বাইসাইকেল নিয়ে কৈলাশহর থেকে উনার নিজ বাড়ি অর্থাৎ ফুলবাড়ি কান্দি এলাকায় যাচ্ছিলেন। কৈলাসহর সাইফন রোড এলাকায় যেতেই ঘটে বিপত্তি। বিপরীত দিক থেকে একটি দ্রুত গতিতে বাইক এসে উনার বাইসাইকেলের মধ্যে সজোরে ধাক্কা দেয়। যার ফলে উনি মাটিতে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। যদিও ঘটনাস্থল থেকে সেই বাইক চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।
স্থানীয়রা বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমায়। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। কৈলাসহর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত সেই বাইসাইকেল আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রকাশ্য দিবালোকে দুই বখাটে যুবকের হাতে আক্রান্ত ফাইন্যান্স কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৮ নভেম্বর।। প্রকাশ্য দিবালোকে দুই উশৃংখল এবং মদমত্ত যুবক দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বেসরকারি অর্থলগ্নিকারী সংস্থার এক কর্মী। তাঁকে মারধর করে তাঁর কাছে থাকা প্রায় ১৫ হাজার টাকা লুট করে নেওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে।
জানা গেছে, ভিক্টর ফাইন্যান্স কোম্পানির খোয়াই ব্রাঞ্চে কর্মরত জনৈক আধিকারিক রুবেল চাষা অন্যান্য সময়ের মতো আজ শনিবার যখন কল্যাণপুর থানাধীন বাগানবাজার এলাকার চা বাগান এলাকায় নিজের নির্ধারিত কাজ করতে যাচ্ছিলেন, তখন রাস্তায় তাকে আটক করে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোলন তাঁতি এবং শিবলাল তাঁতি নামে দুই যুবক।
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দুই যুবক ভিক্টর ফাইন্যান্সের আধিকারিক রুবেল চাষাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে লোন দাবি করেন। তখন শ্রী চাষা বলেন, লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুসরণ করার পরে কোম্পানি লোন প্রদান করে। তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সম্পন্ন হলেই লোন প্রদান করা হবে।
এই কথাগুলো বলার সাথে সাথেই ভুলন তাতি সহ শিবলাল তাতী রুবেল চাষাকে প্রচন্ড মারধর করে এবং তার কাছে থাকা কোম্পানির ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এমনকি রুবেল চাষার বাইকও প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে গোটা এলাকাতে। এদিকে ভিক্টর ফাইন্যান্স কোম্পানির রুবেল চাষা ভোলন তাঁতি সহ শিবলাল তাতীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছেন বলে খবর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

১৭ দফা দাবিতে রাজ ভবন অভিযান বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি ও ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন সহ সাতটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৩ শে নভেম্বর দলিতদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায় সহ ১৭ দফা দাবি নিয়ে রাজভবন অভিযান সংগঠিত হবে।
এদিনের এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে তপশিলি জাতি কল্যান সমিতির রাজ্য সভাপতি সুধন দাস বলেন, মূলত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষরা বর্তমান সময়ে লাচ্ছনার শিকার হচ্ছে। তাদের উন্নয়নে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহন করছে না সরকার। এমনই অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তাই তপশিলি জাতির অধিকার রক্ষার জন্য এই অভিযান বলে জানিয়েছেন তিনি।
দাবী গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অবিলম্বে তপশিলিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করতে হবে।, নিয়মিত সেটি প্রদান করতে হবে। প্রতিটি জেলায় তপশিলি ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনে সরকারি খরচে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। নয়া শিক্ষানিতি বাতিল করতে হবে। সমস্ত সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তরের শুন্যপদ পূরণ করতে হবে ইত্যাদি।

যুব উৎসব পালিত তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত তিনটি ব্লক ও পুরপরিষদ নিয়ে মহকুমা ভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে আজ শনিবার। রাজ্য যুব ও ক্রিয়া দপ্তর এর উদ্যোগে হওয়া এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনপুর পিতা রূপক সরকার, সহ পিতা মধুসূদন রায়, মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, মহকুমা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক ধরণী দাস সহ অন্যান্যরা। এই যুব উৎসবে তিনটি ব্লক এবং পুর এলাকার থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়, ক্লাব সামাজিক সংগঠন সাংস্কৃতিক সংগঠন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।